POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022

## আল্লাহ্‌র বাণী

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِيْ نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ؕ (النساء:137)

হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা ঈমান আন আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলের উপর এবং এই কিতাবের উপর যাহা তিনি স্বীয় রসূলের উপর নাযেল করিয়াছেন এবং সেই কিতাবের উপরও যাহা তিনি পূর্বে নাযেল করিয়াছেন।

(সূরা নিসা, আয়াত: ১৩৭)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 6

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫০০ টাকা

# বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

সংখ্যা 3

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

21 জানুয়ারী, 2021 ● 7 জামাদিউস সানি 1442 A.H

## আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

## রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী

৯৫৫) হযরত বারাআ বিন আযিব (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, ঈদুল আযহার দিন নামাযের পর নবী করীম (সা.) আমাদেরকে সম্বোধন করে ভাষণ দেন। তিনি বলেন: যে ব্যক্তি আমাদের নামাযের ন্যায় নামায পড়ল এবং আমাদের কুরবানীর ন্যায় কুরবানী করল, সে সঠিক কুরবানী দিয়েছে। আর যে ব্যক্তি নামাযের পূর্বে কুরবানী করল, যেহেতু নামাযের পূর্বে কুরবানী হয়েছে, তাই সেটি কোন কুরবানী নয়। একথা শুনে হযরত আবু বারদা বিন নিয়াজ (রা.) যিনি হযরত বারাআ (বিন আযিব) এর মামা ছিলেন, তিনি বলেন: হে রসূলুল্লাহ্! আমি নামাযের পূর্বেই নিজের ছাগল জবেহ করে ফেলেছিলাম। আমি তো মনে করতাম, আজ খাওয়া-দাওয়ার দিন, তাই আমি চাইলাম, প্রথম যে ছাগলটি জবেহ হবে তা আমার ঘরেই হোক। এই কারণে আমি নিজের ছাগল জবেহ করে ফেলেছি আর নামাযে আসার পূর্বে প্রাতঃরাশ সেরেছি। আঁ হযরত (সা. বললেন, তোমার ছাগল তো মাংসের ছাগল। সে বলল: হে রসূলুল্লাহ! আমার কাছে এক বছরের একটি ছাগী আছে যা আমার কাছে দুটি ছাগলের থেকেও প্রিয়। সেটি কি আমার পক্ষ থেকে কুরবানী হিসেবে যথেষ্ট হবে? আঁ হযরত (সা.) বললেন, হ্যাঁ, তোমার পর কারোর জন্য কুরবানী হিসেবে কাজে আসবে না।

(সহী বুখারী কিতাবুল ঈদাইন, ২য় খণ্ড, কাদিয়ান থেকে প্রকাশিত)

### এই সংখ্যায়

**খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ২০ নভেম্বর ২০২০**
**হুযুর আনোয়ার (আই.) সফর বৃত্তান্ত**
**হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণ**

**আপনারা দোয়া করুন– এ বছরটি যেন জামা'তের জন্য, পৃথিবীর জন্য এবং মানবতার জন্য কল্যাণকর হয়।**

**আমরাও যেন আমাদের দায়িত্ব পালন করে পূর্বের তুলনায় বেশি খোদা তা'লার সন্তুষ্টির লক্ষ্যে সেজদাবনত হই। এছাড়া জগদ্বাসীও যেন নিজেদের জন্মের উদ্দেশ্য অনুধাবন করে আল্লাহ্ তা'লার প্রাপ্য প্রদানকারী হয়।**

**তাই প্রত্যেক আহমদীর ভাবা উচিত, কেননা তার ওপর অনেক বড় কাজের দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে আর সেটি সম্পাদন করার জন্য সর্বপ্রথম নিজের মাঝে অর্থাৎ আহমদী সমাজে প্রেমপ্রীতি, ভালোবাসা ও ভাতৃত্বের পরিবেশ সৃষ্টি করুন, এরপর বিশ্ববাসীকে সেই পতাকাতলে সমবেত করুন যা হযরত মুহাম্মদ (সা.) সমুন্নত করেছেন আর যা আল্লাহ্ তা'লার একত্ববাদের পতাকা। (এরূপ করলে) তবেই আমরা বয়আতের উদ্দেশ্য অর্জন করতে পারব, তখনই আমরা বয়আতের দায়িত্ব পালনকারী বলে সাব্যস্ত হব, তখনই আমরা আল্লাহ্ তা'লার কৃপার উত্তরাধিকারী বলে গণ্য হব আর তখনই আমরা নতুন বছরের শুভেচ্ছা আদান প্রদানের যোগ্য হতে পারব।**

## হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.)-এর বার্তা

আজ নববর্ষের প্রথম দিন এবং প্রথম জুমআ। আপনারা দোয়া করুন– এ বছরটি যেন জামা'তের জন্য, পৃথিবীর জন্য এবং মানবতার জন্য কল্যাণকর হয়। আমরাও যেন আমাদের দায়িত্ব পালন করে পূর্বের তুলনায় বেশি খোদা তা'লার সন্তুষ্টির লক্ষ্যে সেজদাবনত হই এবং নিজেদের ইবাদতের মান সমুন্নত করি। এছাড়া জগদ্বাসীও যেন নিজেদের জন্মের উদ্দেশ্য অনুধাবন করে আল্লাহ্ তা'লার প্রাপ্য প্রদানকারী হয় এবং পরস্পরের প্রাপ্য অধিকার পদদলিত করার পরিবর্তে আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ অনুসরণের মাধ্যমে পরস্পরের অধিকার প্রদান করে। অন্যথায় আল্লাহ্ তা'লা নিজের রীতি অনুসারে জগদ্বাসীকে তাদের দায়িত্বাবলীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকেন। হায়! আমরা নিজেরা এবং পৃথিবীর সকল মানুষ যদি এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি উপলব্ধি করে নিজেদের ইহলোক ও পরলোক সুসজ্জিত ও সুনিশ্চিৎ করতে পারতাম!

অতএব এই বছর মোবারকবাদ জানানোর বছর বলে তখনই পরিগণিত হবে যখন আমরা আমাদের দায়িত্বাবলী এই আঙ্গিকে পালন করব অর্থাৎ মানুষকে বোঝাবো, জগদ্বাসীকে বোঝাব। এটি স্পষ্ট যে, এসব কিছু করার জন্য আমাদের নিজেদের অবস্থাও খতিয়ে দেখতে হবে। আমরা যারা যুগের ইমাম প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহ্দীকে মেনেছি, আমাদের নিজেদের অবস্থা কি এরূপ হয়েছে যে, আমরা আল্লাহ্ তা'লার প্রাপ্য প্রদানের পাশাপাশি কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁর বান্দার অধিকারও প্রদান করছি নাকি এখনো আত্মসংশোধন এবং পারস্পরিক প্রেমপ্রীতি ও ভালোবাসার আবেগ অনুভূতিকে এক অসাধারণ মানে উপনীত করা বাকী আছে? তাই প্রত্যেক আহমদীর ভাবা উচিত, কেননা তার ওপর অনেক বড় কাজের দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে আর সেটি সম্পাদন করার জন্য সর্বপ্রথম নিজের মাঝে অর্থাৎ আহমদী সমাজে প্রেমপ্রীতি, ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্বের পরিবেশ সৃষ্টি করুন, এরপর বিশ্ববাসীকে সেই পতাকাতলে সমবেত করুন যা হযরত মুহাম্মদ (সা.) সমুন্নত করেছেন আর যা আল্লাহ্ তা'লার একত্ববাদের পতাকা। (এরূপ করলে) তবেই আমরা বয়আতের উদ্দেশ্য অর্জন করতে পারব, তখনই আমরা বয়আতের দায়িত্ব পালনকারী বলে সাব্যস্ত হব, তখনই আমরা আল্লাহ্ তা'লার কৃপার উত্তরাধিকারী বলে গণ্য হব আর তখনই আমরা নতুন বছরের শুভেচ্ছা আদান প্রদানের যোগ্য হতে পারব। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সেই তৌফিক দান করুন আর প্রত্যেক আহমদী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা এই বিষয়টি অনুধাবন করে এই অঙ্গীকার করুন যে, এই বছর আমি পৃথিবীতে এক বিপ্লব সাধনের লক্ষ্যে নিজের সমস্ত যোগ্যতা ও সামর্থ ব্যয় করব। আল্লাহ্ তা'লা সকল আহমদীকে এর তৌফিক দান করুন।

আমাদের আনন্দ নববর্ষের হোক কিংবা ঈদের, প্রকৃত আনন্দ তো তখন হবে যখন আমরা পৃথিবীর সর্বত্র আল্লাহ্ তা'লার একত্ববাদের পতাকা উড্ডীন করতে সক্ষম হবো যা নিয়ে হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসেছিলেন। আনন্দ তখন হবে যখন মানুষ মানবিক মূল্যবোধ অনুধাবন করতে সক্ষম হবে। যখন পারস্পরিক ঘৃণাসমূহ ভালোবাসায় রূপান্তরিত হবে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে শীঘ্রই এই আনন্দের উপকরণ দান করুন। মুসলিম উম্মাকেও আল্লাহ্ সুবুদ্ধি দিন যেন তারা প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহ্দী (আ.)কে মানতে পারে এবং জগদ্বাসীকেও বিবেকবুদ্ধি দান করুন যেন তারা আল্লাহ্ ও তাঁর বান্দার প্রাপ্য অধিকার প্রদানের প্রতি মনোযোগী হয়। আল্লাহ্ তা'লা প্রতিটি দেশের সকল আহমদীকে স্বীয় নিরাপত্তার আশ্রয়ে রাখুন আর এ বছর প্রত্যেক

*( শেষাংশ ২ এর পাতায়..)*

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

জাতির উন্নতি এভাবেই ধাপে ধাপে হয় আর আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় প্রতিটি দিন এই উন্নতির নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করছে। কিন্তু আমাদের এই পরিচয় ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নয়। সব সময় স্মরণ রাখবেন, ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকেই জামাত আহমদীয়ার পরিচয় গড়ে উঠেছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: অতএব কোন প্রকার হীনমন্যতায় ভুগার দরকার নেই।বরং প্রত্যেক আহমদীকে আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর রসূলের আনুগত্যকে নিজেদের পরিধান হিসেবে গ্রহণ করার চেষ্টা করা উচিত। আর এরই প্রয়োজন, যাতে আমরা সফলতার গন্তব্যে শীঘ্রই পৌঁছে যেতে পারি। যদি কেউ কেবল জাগতিক হইহুল্লোড়কে পছন্দ করে, আড়ম্বর ও চাকচিক্যে মোহিত হয়, তবে সে জগতের পিছনেই ছুটুক। এমন লোকেরা এই বাহ্যিক তথাকথিত স্বাধীনতা পেয়ে যাবে। কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে যে, এই স্বাধীনতার পেছনে রয়েছে কেবল অস্থিরতা। বস্তুবাদি এই সব লোকেরা অস্থির চিত্ত আর তা তাদের আচরণেই প্রকাশ পায়। তাদের বাহ্যিক চাকচিক্য যা দৃশ্যমান হয়, তা কেবল আবরণ মাত্র। তার মধ্যে কোন সারবত্তা নেই। তাদের বাহ্যিক অট্টহাসি, নৃত্য, ক্লাব গমন, গালগল্প, সুরাপান তাদের মনের অশান্তি দূর করা বাহ্যিক কৌশল মাত্র। কিন্তু তা সবই অনর্থক এবং পরিণামশূন্য। তাদের স্বাধীনতার পেছনে রয়েছে তাদের মনের অশান্তি যা বস্তুবাদিরা এই সব আবরণের মোড়কে ঢেকে রাখার চেষ্টা করেছে। তাদের মনের মধ্যে উঁকি দিলে ভয়ানক দৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। তাদের মনের অশান্তি তাদেরকে ক্লাবে কিম্বা মদিরালয়ে টেনে নিয়ে যায়, নেশায় ডুবিয়ে রাখে। যদি এই জগতই সব কিছু হত, তবে জগতের পরিসংখ্যন কেন বলছে যে বাস্তবে আর্থিকভাবে সমৃদ্ধ দেশগুলিতে আত্মহত্যার ঘটনা বৃদ্ধি পাচ্ছে? এগুলি একথার প্রমাণ যে, মনের মধ্যে অশান্তি রয়েছে। কাজেই মনের অশান্তি দূর করতে খোদা নির্দেশিত নীতি শিরোধার্য করা প্রয়োজন। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, 'আল্লাহ্র স্মরণেই মন প্রশান্তি লাভ করে।'

হুযুর আনোয়ার (আ.) বলেন, কোন ব্যক্তি যতবেশি খোদার দিকে আনত হবে, তাঁকে স্মরণ করবে, তার হৃদয় তত বেশি প্রশান্তি লাভ করবে। আল্লাহ্ তা'লা মানব-প্রকৃতিতে এই চাহিদা অন্তর্নিহিত রেখেছেন যে, যদি তার মানসিক প্রশান্তি চায়, তবে সে যেন খোদার দিকে প্রত্যাবর্তন করে। জাগতিক হইহুল্লোড় মানুষের মনকে অশান্ত করে তোলে, মন শান্তি পায় না। খোদা করুন, জগতবাসী যেন এই সত্য উপলব্ধি করে আর সর্বপ্রথম আমরা যেন বিষয়টি অনুধাবন করতে সক্ষম হই। যাতে পৃথিবীকে এই অপবিত্রতা এবং অস্থিরতা থেকে টেনে বের করতে পারি। আমরাই পৃথিবীকে প্রকৃত স্বাধীনতা এনে দিব আর সেই স্বাধীনতা হল খোদা তা'লার দাসত্ব এবং তাঁর আনুগত্য স্বীকার করা।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) একস্থানে বলেন, 'কুরআন করীম থেকে এটিই জানা যায় যে, আল্লাহ্ তা'লার যিকর বা স্মরণ এমন বস্তু যা হৃদয়কে শান্তি এনে দেয়। যেমনটি তিনি বলেছেন, 'আল্লাযীনা আমানু তাতমাইন্নু কুলুবুহুম'। (রাদ: ২৯) অতএব, যতদূর সম্ভব, মানুষ যেন আল্লাহ্র স্মরণে নিমগ্ন থাকে, এর ফলে সে শান্তি লাভ করবে। তবে এর জন্য ধৈর্য ও পরিশ্রম চায়। মানুষ যদি ঘাবড়ে যায় এবং পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে, তবে প্রশান্তি লাভ সম্ভব নয়। অতএব ধৈর্য এবং স্থায়ীত্ব থাকা শর্ত।"

তিনি আরও বলেন:"আল্লাহ্ তা'লার স্মরণে মন প্রশান্তি লাভ করে। কিন্তু এর যথার্থতা এবং নিগূঢ় রহস্য হল, মানুষ যখন প্রকৃত নিষ্ঠা এবং পরিপূর্ণ বিশ্বস্ততার সঙ্গে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং বিশ্বাস করে যে সর্বক্ষণ তিনি তাঁর সামনে রয়েছেন, তবে এর ফলে খোদা তা'লার শ্রেষ্ঠত্বের এক প্রকার ভীতি সৃষ্টি হয়। সেই ভীতি তাকে অপছন্দনীয় কাজ থেকে রক্ষা করে আর মানুষ তাকওয়া এবং পবিত্রতায় উন্নতি করে।"

অতএব এই হল মানব জীবনের বাস্তবতা। আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা, তাঁর আদেশাবলী শিরোধার্য করাই হল এই জীবনের উদ্দেশ্য। আর সেই উদ্দেশ্য অর্জন হবে তাঁকে স্মরণ রাখার মাধ্যমেই। এর দ্বারা কেবল মনের প্রশান্তি লাভের উপকরণই সৃষ্টি হবে, তা নয় বরং সেই সব কিছু যা অপছন্দীয়, যেগুলিকে বস্তুবাদিরা নতুন যুগের আলোকে খারাপ না মনে করতেই পারে, কিন্তু আল্লাহ তা'লার দৃষ্টিতে সেগুলি এমন বিষয় যা মানুষকে ধ্বংসের গহ্বরে ঠেলে দেয়। এগুলি থেকে মানুষের বিরত থাকা উচিত। এই যিকর বা স্মরণের ফলে একজন মোমেন সেই সমস্ত বিষয় থেকে রক্ষা পাবে আল্লাহ্ তা'লা যেগুলি মানুষকে করতে নিষেধ করেছেন। অতএব নিজেদেরকে যদি জামাতের অন্তর্ভুক্ত করতে হয়, সেই সব প্রকৃত আহমদীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার বাসনা থাকে, যেমনটি হযরত মসীহ মওউদ (আ.) চেয়েছিলেন,তবে কেবল এর দাবি করলেই হবে না, বরং বাস্তবকেও প্রকাশ করতে হবে যে, 'আমি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বয়আতের অন্তর্ভুক্ত।' কাজেই এই তথাকথিত স্বাধীনতা এবং জাগতিক আড়ম্বর থেকে নিজেকে রক্ষা করে প্রকৃত মোমেন হোন। অতএব, প্রকৃত মোমেন হওয়াই আমাদের কাজ, যদি নিজেদেরকে রক্ষা করতে হয়।

আমি একথাও বলে দিতে চাই যে, আমি কেবল জ্ঞানের কথাই বলছি না। জামাতের মধ্যেই অনেকে এমন আছেন, যারা এই ব্যবস্থাপত্র গ্রহণ করে আন্তরিক প্রশান্তি লাভ করেছে এবং করে চলেছে। আর যারা বস্তুবাদিতার কারণে আল্লাহ্ তা'লার আনুগত্যের বাইরে চলে গেছে, তারা অশান্তি ভোগ করেছে- এটা শুধু আকাশ-কুসুম কল্পনা নয়। বরং অনেক পুরুষ ও মহিলা আমাকে লেখেন যে, স্বাধীনতা এবং সমাজের উন্নতি মনে করে আমরা যে জাগতিক আড়ম্বরের মধ্যে গিয়েছিলাম, জাগতিকতায় নিমজ্জিত হয়েছিলাম, আসলে তা প্রবঞ্চণা মাত্র। এখন আমরা উপলব্ধি করতে পেরেছি যে, আমরা ভুল করেছি। অতএব, আমাদেরকে ক্ষমা করুন। আমাদেরকে পুনরায় জামাতের মধ্যে সমন্বিত করুন। আমরা অঙ্গীকার করছি, কখন আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের আনুগত্যের বাইরে পা রাখব না।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: অতএব, কোন প্রকার হীনমন্যতায় ভোগার প্রয়োজন নেই। আমাদের দেখা উচিত যে, ধর্ম কি বলছে? যদি কারো পরিবারে কোনও ব্যক্তিগত সমস্যা থাকে তা সেই শিক্ষা নয়, বরং তার মূলে আছে পারিবারিক সমস্যা কিম্বা মাতাপিতার অজ্ঞতা, যার কারণে অনেক ঘটনা ঘটে। আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমে বলেন, মহিলাদের প্রতি সদাচারী হও, তাদের ভাবাগের প্রতি যত্নবান থাক। মহিলাদের প্রতি সুবিচার কর। নিকাহ্র সময় মোহর ধার্য করা হয় মহিলাকে নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য। তালাকের পরিস্থিতিতে স্ত্রীকে দেওয়া সম্পদ ফেরত নেওয়া নিষিদ্ধ। পুণ্যের প্রতিদানে পুরুষ ও স্ত্রী সমান। কেউ কারো উপর অগ্রাধিকার পায় না। মহিলাদের উপার্জনে পুরুষের কোন অধিকার নেই। সংসার চালানোর দায়িত্ব পুরুষের, স্ত্রীর নয়। অতীতেও এবং কিছু কিছু স্থানে বর্তমান যুগেও কন্যা সন্তানের জন্ম হলে পুরুষ ও তার পরিবারের পক্ষ থেকে অন্যায় আচরণ দেখা যায়। ইসলাম এর তীব্র নিন্দা করেছে। মোটকথা অগণিত আদেশ আছে। অতএব এখানকার স্বাধীনতা দেখে যেন মাথা ঘুরে না যায়। বরং আমাদের দেখা দরকার যে, ইসলাম কতটা স্বাধীনতা দিয়েছে। বুদ্ধি প্রয়োগ করে চিন্তা করুন যে আল্লাহ্ তা'লার আদেশাবলীর কি কি উপকার আছে? অতএব আল্লাহ্ তা'লার আদেশ অনুসারে ইবাদতকারী ও আনুগত্যকারী হোন, ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্যদানকারী হয়ে যুগের ইমামের কাজে সহায়তা দানকারী হওয়ার চেষ্টা করুন, আল্লাহ্ তা'লার কৃপা অন্বেষণকারী হোন। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের সকলকে এর তৌফিক দান করুন। এখন দোয়া করুন।

(১ম পাতার শেষাংশ.....)

আহমদী ও প্রতিটি মানুষের জন্য কৃপা ও কল্যাণের বছর হোক। বিগত বছর যে সমস্ত ঘাটতি রয়ে গেছে ও ত্রুটিবিচ্যুতি হয়েছে যা আল্লাহ্ তা'লার অসন্তুষ্টির কারণ হয়েছে কিংবা আমাদেরকে কতিপয় পুরস্কার থেকে বঞ্চিত রাখার কারণ হয়েছে, এসব কিছু থেকে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে রক্ষা করুন এবং আমাদেরকে স্বীয় পুরস্কার ও কল্যাণরাজির উত্তরাধিকারী করুন এবং আমরা যেন প্রকৃত মু'মিন হতে পারি। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এসব দোয়া করার তৌফিক দান করুন।

## নিকাহ্র ঘোষণা

গত ১৫ই ডিসেম্বর, ২০১৯ তারিখে মুর্শিদাবাদ জেলার ভরতপুর জামাত নিবাসী মাননীয় নেক বকশ শেখ সাহেবের পুত্র সওদা আলির নিকাহ ভরতপুর নিবাসী মাননীয় হাফিয শেখ সাহেবের কন্যা হাফিযা খাতুন এর সঙ্গে এক লক্ষ টাকা দেন মোহরে সম্পন্ন হল। উভয় পরিবারের জন্য এই নিকাহ সার্বিকভাবে আশিসমণ্ডিত হোক। এই উদ্দেশ্যে বদর পাঠকবর্গের নিকট দোয়ার আবেদন জানানো হচ্ছে।

# জুমআর খুতবা

**আলী আমার থেকে আর আমি আলী থেকে আর (একথা শুনে) হযরত জিবরাঈল (আ.) বলেন, আমি আপনাদের দু'জন দু'জনের সাথেই আছি।**

**রসুলুল্লাহ্ (সা.) ঘোষণা করলেন, ' আমি সেই ব্যক্তির হাতে পতাকা দিব যে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলকে ভালোবাসে অথবা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল তাকে ভালবাসেন।**

**আঁ হযরত (সা.)-এর মহা মর্যাদাবান বদরী সাহাবা আবু তুরাব খলীফায়ে রাশেদা আঁ হযরত (সা.)-এর জামাতা হযরত আলি বিন আবি তালিব পবিত্র জীবনালেখ্য।**

**আল্লাহ্ তা'লা এই দুর্গের বিজয় তার হাতে নির্ধারণ করেছেন। পরবর্তী প্রভাতে তিনি (সা.) হযরত আলীকে ডাকেন এবং পতাকা তার হাতে তুলে দেন, যিনি সাহাবীদের বাহিনীকে সাথে নিয়ে দুর্গের ওপর আক্রমণ করেন। ইহুদিরা দুর্গে আবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লা হযরত আলী এবং অন্যান্য সাহাবীদের সেদিন এমন শক্তি প্রদান করেন যে, সন্ধ্যা নামার পূর্বেই দুর্গ বিজিত হয়।**

**রসূলে করীম (সা.) তাবুকের যুদ্ধের উদ্দেশ্যে যাত্রার সময় হযরত আলী (রা.)-কে মদীনায় নিজের স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করেন।**

**রশীদ ইবনে মহম্মদ আব্দুল্লাহ্ সাহেব (রাবোয়াহ)র স্মৃতিচারণ এবং জানাযা গায়েব।**

**আলজেরিয়া এবং পাকিস্তানে আহমদীদের প্রবল বিরোধীতাকে দৃষ্টিপটে রেখে বিশেষ দোয়ার প্রতি আহ্বান।**

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদে মুবারক, টিলফোর্ড, থেকে প্রদত্ত ১১ ডিসেম্বর, ২০২০, এর জুমুআর খুতবা (১১ ফাতাহ নবুয়্যত, ১৩৯৯ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: হযরত আলী (রা.)-এর স্মৃতিচারণ চলছিল আর আজও এবং ভবিষ্যতেও কয়েকটি খুতবায় এই স্মৃতিচারণই অব্যাহত থাকবে ইনশাআল্লাহ্।

ওহুদের যুদ্ধে ইবনে কামিয়া হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রা.) কে শহীদ করার পর ধারণা করে বসে সে রসূলুল্লাহ্ (সা.) কে শহীদ করেছে। তাই সে কুরাইশদের কাছে ফিরে গিয়ে বলতে থাকে, আমি মুহাম্মদ (সা.) কে হত্যা করেছি। হযরত মুসআব (রা.) শহীদ হওয়ার পর রসূলুল্লাহ্ (সা.) (যুদ্ধের) পতাকা হযরত আলী (রা.)-এর হাতে তুলে দেন। তখন হযরত আলী (রা.) এবং অন্য মুসলমানরা যুদ্ধ করেন।

(আস সীরাতুন নবুয়্যত, লি ইবনে হিশাম, পৃ: ৫২৯)

একটি রেওয়ায়েতে রয়েছে, ওহুদের যুদ্ধে মুশরেকদের পতাকাবাহী তালহা বিন আবু তালহা হযরত আলী (রা.) কে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করে। তখন তিনি (রা.) সামনে অগ্রসর হয়ে এমন আঘাত করেন যে, সে ভূপতিত হয়ে ছটফট করতে থাকে। হযরত আলী (রা.) একের পর এক কাফেরদের পতাকাবাহীকে ধরাশায়ী করেন। এমন সময় রসূলুল্লাহ্ (সা.) কাফেরদের একটি দল দেখতে পান এবং হযরত আলী (রা.) কে তাদের ওপর আক্রমণ করতে ইশারা করেন। হযরত আলী (রা.) আমর বিন আব্দুল্লাহ্ জামঈকে হত্যা করে তাদেরকে ছত্রভঙ্গ করে দেন। এরপর তিনি (সা.) আরেকটি দলের ওপর হামলা করার নির্দেশ দেন। হযরত আলী (রা.) শেয়বা বিন মালিককে হত্যা করার পর জিবরাঈল (আ.) বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল! নিশ্চয়ই তিনি অর্থাৎ হযরত আলী (রা.) সহমর্মিতার যোগ্য। তখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, হ্যাঁ! আলী আমার থেকে আর আমি আলী থেকে আর (একথা শুনে) হযরত জিবরাঈল (আ.) বলেন, আমি আপনাদের দু'জন দু'জনের সাথেই আছি।

(শারাহ আল্লামা আলযারকানি, আলা মোয়াহিবুল লাদুন্নিয়াহ, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪০৯)

হযরত আলী (রা.) বর্ণনা করেন, ওহুদের যুদ্ধে লোকেরা যখন রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছ থেকে সরে যায়, তখন শহীদদের লাশের মাঝে আমি তাঁকে খুঁজতে থাকি আর তাদের মাঝে আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.) কে না পেয়ে বলি, খোদার কসম! রসূলুল্লাহ্ (সা.) পলায়নকারী ছিলেন না আর আমি তাকে শহীদদের মাঝেও পাই নি। কিন্তু আল্লাহ্ আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন আর তিনি তাঁর নবীকে উঠিয়ে নিয়েছেন। অতএব আমার জন্য এখন এতেই মঙ্গল যে, আমি যেন নিহত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত যুদ্ধ করি। এরপর আমি আমার তরবারির খাপ ভেঙে ফেলে কাফেরদের ওপর হামল করে দিই আর তারা এদিক সেদিক ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলে আমি দেখতে পাই, রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাদের মাঝেই রয়েছেন।

(উসদুল গাবাহ ফি মারিফাতিস সাহাবা লি ইবনে আসির, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৯৪)

এটি সেই ভালোবাসা ও বিশ্বস্ততার ঘটনা যা শৈশবের অঙ্গীকারের মাধ্যমে শুরু হয়েছে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বীয় ঔজ্জ্বল্য প্রদর্শন করেছে। ওহুদের যুদ্ধে মহানবী (সা.) যে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিলেন সে সম্পর্কে একটি রেওয়ায়েত রয়েছে আর তাতে বর্ণিত হয়েছে, হযরত সাহল বিন সা'দ (রা.) কে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আঘাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি (রা.) বলেন, আমাকে যদি জিজ্ঞেস কর তাহলে আমি আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি, আমি খুব ভালোভাবে জানি কে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ক্ষত পরিষ্কার করেছিল, এবং কে পানি ঢেলেছিলেন আর কী ঔষধ লাগানো হয়েছিল (অর্থাৎ এ দৃশ্য এবং এসব কিছু আমার চোখের সামনে ঘটেছে)। হযরত সাহল (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কন্যা হযরত ফাতেমা (রা.) ক্ষত পরিষ্কার করছিলেন এবং হযরত আলী (রা.) ঢাল দিয়ে পানি ঢালছিলেন। হযরত ফাতেমা (রা.) যখন দেখলেন পানি রক্তপ্রবাহ আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে তখন তিনি (রা.) বস্তার একটি টুকরো নিয়ে তা পুড়িয়ে তাতে সেঁটে দেন আর এর ফলে রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়ে যায়। সেদিন মহানবী (সা.)-এর সামনের দাঁতও শহীদ হয়ে গিয়েছিল আর তাঁর মুখমণ্ডলে আঘাত লেগেছিল এবং শিরস্ত্রাণ তার মাথায় থাকা অবস্থায় ভেঙে গিয়েছিল।

(সহী বুখারী, কিতাবুল মাগাযি, হাদীস-৪০৭৫)

হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়্যাব থেকে বর্নিত, উহুদের যুদ্ধের সময় হযরত আলীর ষোলটি আঘাত লেগেছিল।

(উসদুল গাবাহ ফি মারিফাতিস সাহাবা লি ইবনে আসির, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৯৩)

দুঃখকষ্টের আড়ালে অগনিত কল্যাণ লুক্কায়িত থাকে- এ বিষয়ে বিস্তারিত বলতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেন, "হযরত আলী ওহুদের যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে হযরত ফাতেমা কে নিজের তরবারি দিয়ে বলেন, এটি ধৌত কর। আজ এ তরবারি খুব কাজে এসেছে। রসূলে করীম (সা.) হযরত আলীর এ কথা শুনে বলেন, হে আলী! শুধু তোমার তরবারিই নয় তোমার আরো অনেক ভাই আছে যাদের তরবারিও চমক দেখিয়েছে। তিনি ছয়-সাত জন সাহাবীর নাম নিয়ে বলেন, তাদের তরবারি তোমার তরবারি থেকে কোন অংশে কম ছিল না। "

(আনোয়ারুল উলুম, ১৯তম খণ্ড, পৃ: ৫৯)

এসব বিপদাপদ অতিক্রম করে অবশেষে তারা বিজয়ী হয়।

খন্দকের (বা পরিখার) যুদ্ধ পঞ্চম হিজরীর শওয়াল মাসে হয়েছিল। সেই সময় কাফেরদের সৈন্যরা যখন মদীনা অবরোধ করে রেখেছিল তখন তাদের নেতৃবৃন্দ এ বিষয়ে একমত হয় যে, সম্মিলিতভাবে আক্রমণ করা হবে। পরিখাতে এমন কোন সংকীর্ণ স্থান খুঁজতে থাকে যেখান দিয়ে তারা তাদের অশ্বারোহীদের নবী করীম (সা.) এবং তাঁর সাহাবী পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারে। কিন্তু তারা কোন জায়গা পায় নি। তারা বলে, এটি এমন কৌশল যা আরবে আজ পর্যন্ত কেউ অবলম্বন করে নি। তাদেরকে বলা হয়, মহানবী (সা.)-এর সঙ্গী এক পারস্য ব্যক্তি রয়েছে যিনি তাঁকে এ পরামর্শ দিয়েছেন। তারা বলে, এটি তারই কৌশল। অর্থাৎ কাফেররা বলেছে। এরপর তারা এরূপ সংকীর্ণ একটি স্থানে পৌঁছায় যে স্থান সম্পর্কে মুসলমানরা অসতর্ক ছিল। তখন ইকরামা বিন আবু জাহল, নওফেল বিন আব্দুল্লাহ্, জারার বিন খাত্তাব, হুবায়রাত বিন আবু ওয়াহাব এবং আমর বিন আব্দে ওদ্দা সেই স্থান দিয়ে খন্দক(বা পরিখা) অতিক্রম করে। আমর বিন আব্দে ওদ্দা মোকাবিলার জন্য আহ্বান করে এ কবিতা পাঠ করতে থাকে,

ওয়ালাকাদ বাহেতু মিনান্নিদা লেজামইহিম হাল মিন মুবারিয

অর্থাৎ তাদের জামাতকে আওয়াজ দিতে দিতে স্বয়ং আমার আওয়াজ রুদ্ধ হয়ে গেছে যে, এমন কে আছে যে লড়াইয়ের জন্য বের হবে। এর জবাবে হযরত আলী এ কবিতা পাঠ করেন

"লা তা'জালনা ফাকাদ আতা'কা মুজিবু সওতেকা গায়রো আজেয
ফি নিয়্যাতিন ওয়া বাসিরাতিন ওয়া সিদকু মানজা কুল্লে ফায়েজ
ইন্নি লাআরজু আন উকিম মা আলাইকা নায়েহাতাল জানায়েয
মিন যারবাতিন নাজরায়া ইয়াবকা যিকরাহা ইন্দাল হাযায়েয"

অর্থাৎ: তুমি এতো উতলা হয়ো না। তোমার আওয়াজের উত্তরদাতা তোমার কাছে এসে গেছে, যে অসহায়ত্ব ও দুর্বলতা প্রকাশ করে না। দৃঢ় সংকল্প এবং পূর্ণ অন্তর্দৃষ্টির সাথে আর (যুদ্ধক্ষেত্রে) দৃঢ়তা ও সাহসিকতা প্রদর্শনই সকল বিজয়ীর মুক্তির মাধ্যম। আমি অবশ্যই আশা রাখি যে, আমি তোমারমৃত্যুর জন্য বিলাপকারিণীদেরএকত্রিত করব। এত তীব্র আঘাত হানব যে, যুদ্ধের উপাখ্যানে তার উল্লেখ চলমান থাকবে।

হযরত আলী বিন আবু তালেব যখন বলেন, হে রসূলুল্লাহ্ (সা.)! আমি তার সাথে লড়াইয়ের উদ্দেশ্যে বের হব। তখন মহানবী (সা.) তাকে স্বীয় তরবারি দেন এবং পাগড়ী বাধেন আর দোয়া করেন, হে আল্লাহ্! এই আমর বিন আব্দে ওদ্দার মোকাবিলায় তাকে সাহায্য কর। হযরত আলী তার মোকাবিলার উদ্দেশ্যে বের হন। দুজনেই সম্মুখ সমরে একে অপরের মুখোমুখি হয় আর উভয়ের মাঝে তুমুল সংঘর্ষের ফলে ধূলি ঝড় উঠে।হযরত আলী তাকে হত্যা করেন আর আল্লাহু আকবার ধ্বনি উচ্চকিত করেন। তখন আমরা বুঝতে পারি, হযরত আলী তাকে হত্যা করেছে আর তার সাথীরা পিঠ দেখিয়ে পালিয়ে যায় এবং তাদের সাথে ঘোড়া থাকার কারণে তারা প্রাণ রক্ষা করতে সক্ষম হয়।

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ৫৭৩) (আত্তাবাকাতুল কুবরা, ২খণ্ড,পৃ: ২৮৩)

এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দিতে গিয়ে হযরত মির্যা বশির আহমদ সাহেব লিখেছেন, আমর খুবই প্রসিদ্ধ একজন তরবারি চালক ছিল আর তার বীরত্বের কারণে একা তাকে এক হাজার সৈন্যের সমান মনে করা হত। সে যেহেতু বদরের যুদ্ধে ব্যর্থ হয়ে ফিরে গিয়েছিল তাই তার বক্ষে মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ ও বিদ্বেষের অগ্নি দাউ দাউ করে জ্বলছিল। সে রণক্ষেত্রে এসেই অত্যন্ত দাম্ভিকতার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বীকে আমন্ত্রণ জানায় আর বলে এমন কেউ কি আছে যে আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। কিছু সাহাবী তার সামনে আসতে সংকোচ বোধ করতেন। কিন্তু মহানবী (সা.)-এর অনুমতি নিয়ে হযরত আলী তার প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য সামনে এগিয়ে আসেন এবং মহানবী (সা.) হযরত আলীকে নিজের তরবারি দেন আর তার জন্য দোয়া করেন। হযরত আলী এগিয়ে এসে আমরকে বলেন, আমি শুনেছি তুমি অঙ্গীকার করে রেখেছ যে, কুরাইশের কোন ব্যক্তি যদি তোমার কাছে দুটি কথার আবেদন করে তাহলে তুমি একটি কথা অবশ্যই মেনে নিবে। আমর বলে, হ্যাঁ। হযরত আলী বলেন, তাহলে প্রথম কথা আমি তোমাকে এটি বলছি, তুমি মুসলমান হয়ে যাও আর মহানবী (সা.)কে গ্রহন করে ঐশী নেয়ামতরাজির উত্তরাধীকারী হও। আমর বলে, অসম্ভব। হযরত আলী বলেন, যদি এটি মানতে না পার তাহলে আস! আমার সাথে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও। এতে আমর হাসতে আরম্ভ করে এবং বলে, আমি চিন্তাই করতে পারি না যে, কোন ব্যক্তি আমাকে একথা বলতে পারে। এরপর সে হযরত আলীর বংশপরিচয় জানতে চায় তখন তিনি নিজ পরিচয় দিলে হযরত আলীকে সম্বোধন করে সে বলে, হে আমার ভাতিজা! তুমি এখনো (অল্পবয়স্ক) বালক আমি তোমার রক্ত ঝরাতে চাই না, তোমাদের বড়দের মধ্য থেকে কাউকে পাঠাও। হযরত আলী (রা.) তার কথার উত্তরে বলেন, তুমি তো আমার রক্ত ঝরাতে চাওনা কিন্তু তোমার রক্ত ঝরানোর ব্যাপারে আমার মোটেও কোন দ্বিধা নেই। এ কথা শুনে আমর উত্তেজনার বশে অন্ধের ন্যায় নিজের ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নেমে যায় আর নেমেই নিজের ঘোড়ার গোড়ালি কেটে সেটিকে মাটিতে ফেলে দেয়, যেন ঘোড়া নিয়ে পালাবার কোন পথ না থাকে। এরপর সে জ্বলন্ত অগ্নিশিখার ন্যায় পাগলের মত হযরত আলীর দিকে ছুটে যায় এবং হযরত আলীর ওপর এতো জোরে তরবারি চালায় যে, তা হযরত আলীর ঢাল ভেদ করে তাঁর কপালে এসে লাগে আর সে তাঁকে কিছুটা আঘাত করতে সক্ষম হয়, কিন্তু পরক্ষণেই হযরত আলী (রা.) 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি উচ্চকিত করে তার ওপর এমন মোক্ষম আঘাত করেন যে, সে আত্মরক্ষার ব্যর্থ চেষ্টা করলেও হযরত আলী (রা.)-র তরবারি তার কাঁধ বিদীর্ণ করে নীচের দিকে নেমে যায়। আমর ভূপাতিত হয় এবং মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ৫৮৮-৫৮৯)

আমার বিন আব্দে উদ্দ নিহত হওয়ার পর কাফেররা রসূল করীম (সা.)-এর সমীপে প্রস্তাব পাঠায়, তারা তার লাশ দশ হাজার দিরহামের বিনিময়ে কিনে নেবে।মহানবী (সা.) বলেন, লাশ নিয়ে যাও, আমরা আমরা লাশ বেচে খাই না।

(আল বাদায়াতুন নিহায়াহ, ২য় খণ্ড, ৪র্থ ভাগ, পৃ: ১১৬)

হযরত বারা বিন আযেব (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত রসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন কাফেরদের সাথে হুদায়বিয়ার সন্ধি করছিলেন তখন হযরত আলী বিন আবু তালিব (রা.) সেই সন্ধির চুক্তিপত্র লিখেছিলেন, যাতে তিনি মহানবী (সা.)-এর নাম লিখেছিলেন মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)। মুশরেকরা বলে, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ লিখবে না। যদি তিনি রসূল হতেন তাহলে তো আমরা তার সাথে যুদ্ধ করতাম না। তিনি (সা.) হযরত আলী (রা.) কে বলেন, এটি কেটে দাও। হযরত আলী (রা.) বলেন এই বাক্য কাটা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এরপর মহানবী (সা.) নিজ হাতে তা কেটে দেন আর তাদের সাথে এই শর্তে সন্ধি করেন যে, তিনি (সা.) এবং তাঁর সাহাবীরা মক্কায় তিন দিন অবস্থান করবেন এবং তারা নিজেদেও অস্ত্র জুলুব্বান-এ রেখে মক্কায় প্রবেশ করবেন। মানুষ জিজ্ঞেস করে যে, এই জুলুব্বান কী? তিনি বলেন, (জুলুব্বান হলো) সেই গিলাফ যাতে খাপসহ তরবারি রাখা হয়।

(সহী বুখারী, কিতাবুস সুলাহ, হাদীস-২৬৯৮)

এই ঘটনাটি হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) কিছুটা বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, "মহানবী (সা.) যখন হুদায়বিয়ার সন্ধির বৈঠকে ছিলেন আর কাফেররা সন্ধির জন্য শর্ত উপস্থাপন করছিল, সাহাবীগণ নিজেদের হৃদয়ে এক অগ্নি নিয়ে বসেছিলেন আর তাদের বক্ষ অত্যাচারের অগ্নিতে জ্বলছিল যা কাফেরদের পক্ষ থেকে বিশ বছর যাবৎ তাদের ওপর করা হচ্ছিল। তাদের তরবারিসমূহ খাপ থেকে বাইরে বেরিয়ে আসতে উদ্দত ছিল। তারা ইসলামের ওপর যে অত্যাচার করেছে মুসলমানরা সেই অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু মহানবী (সা.) কাফেরদের সব কথা শুনেন। তাদের পক্ষ থেকে যখন এই প্রস্তাব দেয়া হয় যে, চলুন আমরা নিজেদের মাঝে সন্ধি করে নেই তখন তিনি বলেন, খুব ভালো কথা, আমরা সন্ধি করে নিচ্ছি। তারা বলে, শর্ত হলো- এ বছর আপনারা উমরা করতে পারবেন না। মহানবী (সা.) বলেন, ঠিক আছে, এ বছর আমরা উমরা করব না। এরপর তারা বলে, পরবতী বছর যখন আপনারা উমরা করতে আসবেন তখন এই শর্ত থাকবে যে, আপনারা মক্কায় তিন দিনের বেশি অবস্থান করবেন না। মহানবী (সা.) বলেন, অতি উত্তম, আমরা এই শর্তও মেনে নিচ্ছি। অতঃপর তারা বলে, আপনারা সশস্ত্র অবস্থায় মক্কায় প্রবেশের অনুমতি পাবেন না। তিনি বলেন, ঠিক আছে, আমরা সশস্ত্র অবস্থায় মক্কায় প্রবেশ করব না। সন্ধির চুক্তি নির্ধারিত হচ্ছিল আর সাহাবীদের অন্তরভেতরে ভেতরে উত্তেজনায় ছটফট করছিল। তারা ক্রোধে ফেটে পড়ছিলেন, কিন্তু কিছুই করতে পারছিলেন না। হযরত আলী (রা.)-কে সন্ধিনামা লেখার জন্য নিযুক্ত করা হয়। চুক্তিনামা লেখতে গিয়ে তিনি লেখেন যে, এই চুক্তি মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) এবং তাঁর সঙ্গীগণ এবং মক্কার অমুক অমুক নেতা ও মক্কাবাসীদের মাঝে সংঘটিত হচ্ছে। এতে কাফেররা উত্তেজিত হয়ে পড়ে। তারা বলে, আমরা এই শব্দাবলী মেনে নিতে পারি না, কেননা আমরা মুহাম্মদ (সা.)-কে রসূলুল্লাহ্ তথা আল্লাহ্ র

রসূল হিসেবে মানি না। যদি মানতামই তাহলে তাঁর সাথে লড়াই কিসের! আমরা তো তাঁর সাথে কেবল আব্দুল্লাহ্‌র পুত্র মুহাম্মদ হিসেবে চুক্তি করছি, আল্লাহ্‌র রসূল মুহাম্মদ হিসেবে চুক্তি করছি না। সুতরাং এই শব্দাবলী এই চুক্তিতে লিপিবদ্ধ করা যাবে না। তখন সাহাবীগণের উত্তেজনার আর কোন সীমা রইল না আর তারা ক্রোধে কাঁপতে থাকল। তারা মনে করল যে, এখন খোদা তা'লা আরেকটি সুযোগ সৃষ্টি করেছেন, মহানবী (সা.) তাদের কথা মানবেন না আর আমরা তাদের সাথে লড়াই করে নিজেদের মনের ক্ষোভ মেটানোর সুযোগ পাব। কিন্তু মহানবী (সা.) বলেন, তারা ঠিক বলছে। চুক্তিপত্র থেকে রসূলুল্লাহ্‌ শব্দ কেটে দেয়া উচিত। তিনি (সা.) হযরত আলীকে বলেন, হে আলী! এই শব্দ মুছে দাও। কিন্তু হযরত আলীর মতো মানুষ, যিনি নির্দেশ পালন এবং আনুগত্যের অতি উন্নত পর্যায়ের দৃষ্টান্ত ছিলেন, তার হৃদয়ও কেঁপে উঠে, তার চোখে পানি নেমে আসে আর তিনি বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! এই শব্দ মুছে দেওয়া আমার দ্বারা সম্ভব নয়। মহানবী (সা.) বলেন, কাগজ আমার কাছে দাও আর সেই কাগজ নিয়ে যেখানে রসূলুল্লাহ্‌ শব্দ লেখা ছিল তা তিনি (সা.) নিজ হাতে মুছে দেন।"

(খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড-২০, পৃ: ৩৭৯-৩৮১, প্রদত্ত ৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯)

খায়বারের যুদ্ধ, যা সপ্তম হিজরী সনের মুহাররম ও সফর মাসে হয়েছিল, সে সম্পর্কে সহীহ্‌ মুসলিমে একটি দীর্ঘ হাদীস রয়েছে। হযরত সালামা বিন আকওয়া বর্ণনা করেন যে, আমরা যখন খায়বারে পৌঁছি তখন তাদের নেতা মারহাব নিজ তরবারি নাচিয়ে বের হয়। আর সে বলছিল, খায়বার জানে যে, আমি মারহাব, অস্ত্রে সজ্জিত, বীর এবং অভিজ্ঞ। যখন যুদ্ধের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয় তখন আমার বীরত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। বর্ণনাকারী বলেন, তার মোকাবিলার জন্য আমার চাচা আমের বের হন। আর তিনি বলেন, খায়বার জানে যে, আমি আমের, অস্ত্রে সজ্জিত, বীর এবং নিজেকে বিপদের মুখে ঠেলে দিতে দ্বিধা করি না। বর্ণনাকারী বলেন, উভয়ে আঘাত হানে। মারহাবের তরবারি আমের-এর ঢালের ওপর পড়ে এবং আমের তার ওপর নীচের দিক থেকে আঘাত করতে গেলে তার নিজের তরবারি-ই তার গায়ে লাগে এবং তাতে তার রগ কেটে যায় আর এর ফলেই তিনি শাহাদাত বরণ করেন। সালমা বলেন, আমি বাইরে বের হলে মহানবী (সা.)-এর কতিপয় সাহাবী বলছিলেন যে, আমের এর কর্ম বিনষ্ট হয়ে গেছে; তিনি নিজেকে হত্যা করেছেন। তিনি বলেন, আমি কাঁদতে কাঁদতে মহানবী (সা.)-এর কাছে গিয়ে বলি, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমের এর কর্ম (কি) বিনষ্ট হয়েছে? আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) বলেন, কে বলেছে? তিনি বলেন, আমি বললাম, আপনার কতক সাহাবী (বলছেন)। তিনি (সা.) বলেন, যে এই কথা বলেছে সে ভুল বলেছে।তার জন্য তো দ্বিগুণ প্রতিদান রয়েছে। অতঃপর তিনি (সা.) আমাকে হযরত আলী (রা.)-এর কাছে প্রেরণ করেন। তার চোখ ওঠা রোগ হয়েছিল। তিনি (সা.) বলেন, আমি সেই ব্যক্তির হাতে পতাকা দিব যে আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূলকে ভালোবাসে অথবা আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূল তাকে ভালবাসেন। তিনি বলেন, আমি হযরত আলীর কাছে যাই এবং তাকে সাথে নিয়ে রওয়ানা হই। তার চোখ ওঠা রোগ হয়েছিল। অর্থাৎ ব্যাধির কারণে চোখ ফুলে গিয়েছিল। অবশেষে আমি তাকে নিয়ে মহানবী (সা.)-এর নিকট উপস্থিত হই। তিনি (সা.) তার চোখে মুখের লালা লগিয়ে দেন এবং তা ভালো হয়ে যায়। তিনি (সা.) তার হাতে পতাকা তুলে দেন। এরপর মারহাব বের হয় এবং বলে, খায়বার জানে যে, আমি মারহাব, সসস্ত্র, বীর ও অভিজ্ঞ (সেই সময়ে) যখনকিনা যুদ্ধাগ্নি দাউদাউ করে জ্বলে। হযরত আলী (রা.) বলেন,

'আনাল্লাযী সাম্মাত্‌নী উম্মী হায়দারাহ্‌।
কালায়সে গাবাতিন কারিহিল মানযারাহ্‌।
উফিহিমু বিস্‌সা'য়ে কায়লাস্‌সানদারাহ্‌।'

অর্থাৎ, আমার মা আমার নাম হায়দার রেখেছেন। ভয়ঙ্কর চেহারার সিংহের ন্যায়, যা জঙ্গালে থাকে। আমি এক সা-এর বিনিময়ে এক সান্দারা দিয়ে থাকি। এটি আরবী ভাষায় ব্যবহৃত একটি প্রবাদ যার অর্থ এটিও হতে পারে যে, এক সেরের বিপরীতে সোয়া সের। যেমনটি উর্দূ বাগধারাতেও ব্যবহৃত হয় যে, যেমন কুকুর তেমন মুগুর, ঢিলের উত্তর যে পাটকেল দিয়ে দিয়ে থাকে। 'সান্দারা' শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো 'মিকইয়ালুন ওয়াসেউন' অর্থাৎ অনেক বড় পরিমাপের একক। সা' কেবল তিন সের হয়ে থাকে, সান্দারা বড় হয়ে থাকে। এরপর বর্ণনাকারী বলেন যে, এ কথা বলার পর হযরত আলী (রা.) মারহাবের মাথায় আঘাত করেন এবং তাকে হত্যা করেন। অতঃপর তার অর্থাৎ হযরত আলী (রা.)-এর হাত ধরেই বিজয় আসে। এটিও মুসলিম শরীফের রেওয়ায়েত।

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ৮৩৭) (সহী মুসলিম, কিতাবুল জিহাদ, হাদীস-৪৬৭৮)

হযরত মুসলেহ্‌ মওউদ (রা.) এই ঘটনার উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, খায়বারের দিন হযরত আলী (রা.) সুযোগ লাভ করেন। মহানবী (সা.) বলেন, আমি আজ তাকেই সুযোগ দিব যে খোদা তা'লাকে ভালোবাসে এবং যাকে খোদা তা'লা ভালোবাসেন। আর এই তরবারি তার কাছে হস্তান্তর করব যাকে খোদা তা'লা শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। হযরত উমর (রা.) বলেন, আমি সেই সভায় উপস্থিত ছিলাম আর নিজের মাথা উঁচু করি যেন মহানবী (সা.) আমাকে দেখতে পান এবং আমাকেই দান করেন। কিন্তু তিনি (সা.) দেখার পরও নীরব থাকেন। আমি পুনরায় মাথা উঁচু করি, কিন্তু তিনি (সা.) দেখেন এবং নীরব থাকেন। অবশেষে হযরত আলী আসেন। তার চোখে প্রচণ্ড ব্যথা ছিল। মহানবী (সা.) বলেন, আলী এগিয়ে আস। তিনি (রা.) তাঁর কাছে পৌঁছলে তিনি (সা.) মুখের পবিত্র লালা তার চোখে লাগিয়ে দেন এবং বলেন, আল্লাহ্‌ তা'লা তোমার চোখে আরোগ্য দান করুন। এই তরবারিটি গ্রহণ কর যা আল্লাহ্‌ তা'লা তোমার হাতে সোপর্দ করেছেন।"

(খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড-১৯, পৃ: ৬১৪, প্রদত্ত ২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮)

অপর এক স্থানেও হযরত মুসলেহ্‌ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) হুদায়বিয়া থেকে ফিরে আসার প্রায় পাঁচ মাস পর এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, ইহুদিদেরকে খায়বার থেকে বহিস্কার করা উচিত যা মদিনা থেকে কেবল কয়েক মঞ্জিল দূরে অবস্থিত ছিল এবং যেখান থেকে মদিনার বিরুদ্ধে খুব সহজেই ষড়যন্ত্র করা সম্ভব ছিল। অতএব তিনি (সা.) ১৬০০ সাহাবীসহ ৬২৮ খ্রিষ্টাব্দের আগস্ট মাসে খায়বার অভিমুখে যাত্রা করেন। খায়বার দুর্গ ঘেরা একটি শহর ছিল এবং এর চারপাশে পাহাড়ের ওপর দুর্গ নির্মিত ছিল। এত সুরক্ষিত একটি শহরকে এত স্বল্প সংখ্যক সৈন্য নিয়ে বিজয় করা কোন সহজ বিষয় ছিল না। আশপাশের ছোট ছোট প্রতিরোধ চৌকিগুলো যদিও খণ্ডযুদ্ধের মাধ্যমে বিজিত হয়, কিন্তু ইহুদিরা যখন নিজেদের গুটিয়ে নিয়ে শহরের কেন্দ্রীয় দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে, তখন সেটিকে জয় করার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হতে থাকে। একদিন আল্লাহ্‌ তা'লা মহানবী (সা.)-কে অবহিত করেন যে, এই শহরের বিজয় হযরত আলী (রা.)-এর হাতে হবে। তিনি (সা.) সকালে এই ঘোষণা করেন যে, আমি ইসলামের কালো পতাকা আজ তার হাতে দিব যাকে আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূল এবং মুসলমানরা ভালোবাসে। আল্লাহ্‌ তা'লা এই দুর্গের বিজয় তার হাতে নির্ধারণ করেছেন। পরবর্তী প্রভাতে তিনি (সা.) হযরত আলীকে ডাকেন এবং পতাকা তার হাতে তুলে দেন, যিনি সাহাবীদের বাহিনীকে সাথে নিয়ে দুর্গের ওপর আক্রমণ করেন। ইহুদিরা দুর্গে আবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ্‌ তা'লা হযরত আলী এবং অন্যান্য সাহাবীদের সেদিন এমন শক্তি প্রদান করেন যে, সন্ধ্যা নামার পূর্বেই দুর্গ বিজিত হয়।"

(দিবাচা তফসীরুল কুরআন, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২০, পৃ: ৩২৫-৩২৬)

এরপর অপর এক স্থানে হযরত আলী (রা.)-এর উল্লেখ করতে গিয়ে এই ঘটনা সম্পর্কেই হযরত মুসলেহ্‌ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেন যে, "খায়বার বিজয়ের প্রশ্ন উঠলে মহানবী (সা.) হযরত আলীকে ডাকেন এবং মুসলিম বাহিনীর পতাকা তার হাতে তুলে দিতে চান। কিন্তু হযরত আলীর (রা.) চোখে ব্যথা ছিল, এখানে চোখের ব্যথার কথাটিও উল্লেখ হয়েছে, আর প্রচণ্ড ব্যথায় চোখ ফুলে উঠেছিল। মহানবী (সা.) হযরত আলীকে এই অবস্থায় দেখে বলেন, এখানে আস। তিনি (রা.) সামনে আসলে মহানবী (সা.) নিজ মুখের পবিত্র লালা হযরত আলী (রা.)-এর চোখে লাগিয়ে দেন আর তখনই তার চোখ ভালো হয়ে যায়।"

(তফসীর কবীর, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৩৯৮-৩৯৯)

অতঃপর অপর এক স্থানে মহানবী (সা.)-এর নিরাময়ী পরশের উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্‌ মওউদ(রা.) বলেন, আমরা পৃথিবীতে এরূপ বহু দৃশ্য দেখে থাকি যে, আল্লাহ্‌ তা'লার কৃপায় অলৌকিকভাবে কোন কোন রোগী প্রাকৃতিক কোন উপায়-উপকরণ ব্যবহার ছাড়াই আরোগ্য

## ইমাম মাহদীর বাণী

**স্মরণ রাখিও যে, মুক্তি সেই জিনিষের নাম নহে যাহা মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হইবে, বরং প্রকৃত মুক্তি ইহাই যাহা এই দুনিয়াতেই স্বীয় জ্যোতিঃ প্রদর্শন করিয়া থাকে।**

**(কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ২৮)**

দোয়াপ্রার্থী : **Nur Jahan Begum, Kolkata (W.B)**

লাভ করে, অথবা সেসব ক্ষেত্রে আরোগ্য লাভ হয় যখন প্রাকৃতিক উপায়-উপকরণ ফলপ্রসূ হয় না। অতএব মহানবী (সা.)-এর পবিত্র জীবনের ঘটনাবলীর মাঝে এরূপ আরোগ্যের একটি দৃষ্টান্ত খায়বারের যুদ্ধকালে দেখা যায়। খায়বারের যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে একদিন তিনি (সা.) সাহাবীগণকে বলেন, খায়বার বিজয় সেই ব্যক্তির জন্য নির্ধারিত যার হাতে আমি এই পতাকা তুলে দিব। হযরত উমর (রা.) বলেন, যখন সেই মুহূর্ত আসে তখন আমি ঘাড় উঁচু করে দেখতে আরম্ভ করি এই ভেবে যে, মহানবী (সা.) হয়ত আমার হাতেই পতাকা তুলে দিবেন। কিন্তু তিনি (সা.) তাকে এই কাজের জন্য নিযুক্ত করেন নি। ততক্ষণে হযরত আলী (রা.) আসেন এবং তার চোখে প্রচণ্ড ব্যাথা ছিল। তিনি (সা.) নিজের মুখের লালা তার চোখে লাগিয়ে দেন আর চোখ তৎক্ষণাৎ সুস্থ হয়ে যায়। তিনি (সা.) তার হাতে পতাকা তুলে দিয়ে খায়বার বিজয়ের দায়িত্বভার তার ওপর ন্যস্ত করেন।"

(আনোয়ারুল উলুম, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৩২৭)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত আলী (রা.)-এর একটি ঘটনা খুবই ঈমানোদ্দীপক। খায়বারের যুদ্ধে একজন অনেক বড় ইহুদি জেনারেলের সাথে যুদ্ধের জন্য তিনি বের হন এবং দীর্ঘক্ষণ লড়াই করতে থাকেন। কেননা সে-ও রণকৌশলে পারদর্শী ছিল। তাই সে দীর্ঘক্ষণ প্রতিরোধ করতে থাকে। অবশেষে হযরত আলী (রা.) তাকে ধরাশায়ী করে তার বুকের ওপর চড়ে বসেন এবং তরবারি দিয়ে তার গলা কেটে ফেলার ইচ্ছা করেন। তখন হঠাৎ সেই ইহুদি তার (রা.) মুখে থুতু দেয়। এতে হযরত আলী তাকে ছেড়ে দিয়ে উঠে যান। সেই ইহুদি অত্যন্ত অবাক হয়ে যায় যে, এটি তিনি কী করলেন? হযরত আলী আমাকে কাবু করার পরও ছেড়ে দিলেন! আমাকে হত্যা করার সক্ষমতা অর্জনের পরও তিনি আমাকে ছেড়ে দিলেন কেন? অতএব সে হযরত আলীকে জিজ্ঞেস করে যে, আপনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে কেন সরে গেলেন? তিনি (রা.) বলেন, আমি তোমার সাথে খোদার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করছিলাম।কিন্তু যখন তুমি আমার মুখে থুথু ফেলেছ, তখন আমার রাগ হয় আর আমার মনে হল, এখন যদি আমি তোমাকে হত্যা করি তাহলে আমার এই হত্যা করা হবে আমার ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে, আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে নয়। তাই আমি তোমাকে ছেড়ে দিয়েছি যেন আমার ক্রোধ প্রশমিত হয় আর তোমাকে আমার হত্যা করা আমার ব্যক্তিস্বার্থে না হয়। দেখুন! কত মহান আদর্শ! একান্ত যুদ্ধের ময়দানে তিনি এক ঘোর শত্রুকে কেবল মাত্র এই কারনে ছেড়ে দিয়েছেন, যেন তার হত্যা করা নিজ ক্রোধের বশবর্তী হয়ে না হয় বরং তা যেন হয় আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে।"

(সাইরে রূহানী নং ২, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-১৬, পৃ: ৭৪)

রেওয়ায়েতে রয়েছে, হযরত আলী (রা.) সূরা তওবার প্রাথমিক আয়াতগুলো হজ্জের মৌসুমে ঘোষণা করেন। রেওয়ায়েতটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে, আবু জাফর মুহাম্মদ বিন আলী বর্ণনা করেন, সূরা বারাআত তথা সূরা তওবা যখন মহানবী (সা.)-এর প্রতি অবতীর্ণ হয় তার পূর্বেই তিনি (সা.) হযরত আবু বকর (রা.)কে আমীর হিসেবে হজ্জে প্রেরণ করেন। মহানবী (সা.)-এর কাছে নিবেদন করা হয় যে, হে আল্লাহর রসুল! আপনি যদি এই সূরা হযরত আবু বকরের কাছে প্রেরণ করতেন তাহলে উত্তম হতো। তখন তিনি (সা.) বলেন, আমার আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ আমার পক্ষ থেকে এই গুরুদায়িত্ব পালন করতে পারবে না। এরপর তিনি (সা.) হযরত আলী (রা.)কে ডেকে পাঠান এবং তাকে বলেন, সূরা তওবার প্রারম্ভে যে বিষয় বর্ণিত হয়েছে, তুমি যাও আর কুরবানীর দিনে মানুষ যখন মিনা'তে সমবেত হবে, তখন তুমি তাদের মাঝে সেটির ঘোষণা দাও। আর তাহলো, "জান্নাতে কোন কাফের প্রবেশ করতে পারবে না আর এ বছরের পর কোন মুশরেকের হজ্জ করার অনুমতি থাকবে না অধিকন্তু অনাবৃত শরীরে কাউকে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করারও অনুমতি দেওয়া হবে না এবং যার সাথে মহানবী (সা.) কোন বিষয়ে চুক্তিবদ্ধ আছেন, সেই চুক্তির মেয়াদ পূর্ণ করা হবে।" হযরত আলী বিন আবু তালেব রসুলুল্লাহ (সা.) এর উটনী আযবা'তে বসে যাত্রা করেন; হযরত আবু বকর (রা.)-এর সাথে পথেই গিয়ে মিলিত হন। হযরত আবু বকর (রা.) পথিমধ্যে হযরত আলী (রা.)কে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, আপনাকে আমীর মনোনীত করা হয়েছে নাকি আপনি আমার অধিনস্ত হবেন? হযরত আলী (রা.) বললেন, আপনার অধিনস্ত; অতঃপর তারা উভয়ে একসাথে যাত্রা করলেন। হযরত আবু বকর (রা.) লোকদের হজ্জের তদারকি করলেন আর সে বছর আরবরা ঠিক সেই জায়গায় তাবু গাড়ল, যেখানে তারা অজ্ঞতার যুগে তাবু গাড় তো। যখন কুরবানীর দিন এসে উপস্থিত হল, তখন হযরত আলী (রা.) দণ্ডায়মান হলেন আর মানুষের মাঝে উক্ত বিষয়ের ঘোষণা দিলেন, মহানবী (সা.) যা বলার নির্দেশ দি য়েছিলেন। তিনি (হযরত আলী) ঘোষণা দেন যে, "হে লোকেরা! জান্নাতে কোন কাফের প্রবেশ করতে পারবে না আর এ বছরের পর কোন মুশরিক হজ্জ করতে পারবে না আর কারো খালি গায়ে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করার অনুমতি থাকবে না। যার সাথেই মহানবী (সা.) কোন বিষয়ে চুক্তিবদ্ধ আছেন, সেই চুক্তির মেয়াদ পর্যন্ত চুক্তি রক্ষা করা হবে।" সেই ঘোষণার দিন থেকে মানুষকে চার মাসের অবকাশ দেন যেন প্রত্যেক জাতি বা শ্রেণীনিরাপদ এলাকায় অথবা নিজ নিজ এলাকায় ফেরত যেতে পারে। এরপর কোন মুশরিকের সাথে কোন প্রকারের চুক্তি হবে না আর তাদের বিষয়ে কোন দায়দায়িত্ব থাকবে না, তবে হাঁ, মহানবী (সা.)-এর সাথে যদি পূর্ব থেকে কারো কোন চুক্তি থেকে থাকে মেয়াদ পর্যন্ত সেসবের সম্মান করা হবে। অতএব সে বছরের পর কোন মুশরিক হজ্জ করে নি আর না কেউ খালি গায়ে হজ্জ করেছে। এরপর তারা উভয়েই অর্থাৎ হযরত আলী এবং হযরত আবু বকর (রা.) মহানবী (সা.)-এর সকাসে উপস্থিত হন।

(আস সীরাতুন নবুয়াহ, লি ইবনে হিশাম, পৃ: ৮৩২)

এখন আমি যা পড়ছি পূর্বে কোন এক সাহাবীর স্মৃতিচারণে এই রেওয়ায়েত বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু এখানে হযরত আলী (রা.) এর বরাতেও বর্ণনা করছি।এটি মক্কা বিজয়ের সময়কার অর্থাৎ ৮ম হিজরীর রমযান মোতাবেক জানুয়ারী ৬৩০ খ্রিষ্টাব্দের ঘটনা। হযরত আলী (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন, মহানবী (সা.) আমাকে, যুবায়েরকে আর মিকদাদ বিন আসওয়াদ (রা.) কে প্রেরণ করেন এবং বলেন, তোমরা রওযায়ে খাখ নামক স্থানে যাও। এটি মক্কা বিজয়ের অনতিপূর্বের ঘটনা। মহানবী (সা.) বলেন, তোমরা রওযায়ে খাখ নামক স্থানে যাও। সেখানে উঠের পিঠে এক মহিলাকে দেখতে পাবে- যার নিকট একটি পত্র রয়েছে। তোমরা সেই পত্র তার থেকে নিয়ে নিবে। আমরা রওনা হই এবং আমাদের ঘোড়া খুব দ্রুত ছুটে আমাদেরকে সেখানে পোঁছে দেয়। সেখানে পোঁছে আমরা দেখলাম, সত্যিই উটে আরোহী একনারী সেখানে উপস্থিত আছে। আমরা তাকে বললাম, চিঠি খানা বের করে দাও। সেই মহিলা উত্তরে বলে, আমার কাছে কোন পত্র নেই। আমরা বললাম, তোমাকে চিঠি আমাদের হাতে দিতেই হবে, নতুবা আমরা তোমাকে কাপড় খুলে তল্লাশি করব। এ কথা শুনে সেই মহিলা তার চুলের খোঁপা থেকে সেই পত্র বের করে আমাদের হাতে দিল এবং আমরা সেই পত্র মহানবী (সা.)-এর নিকট নিয়ে আসলাম। উক্ত পত্রটি ছিল হাতেব বিন আবি বালতার পক্ষ থেকে মক্কার মুশরিকদের উদ্দেশ্যে লেখা। তিনি মহানবী (সা.) এর কোন পরিকল্পনার কথা তাদেরকে অবগত করছিলেন। মহানবী (সা.) হাতেব বিন আবি বালতাকে ডেকে পাঠালেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, হাতেব এইসব কী? তিনি উত্তরে বললেন, হে আল্লাহর রসুল (সা), দয়া করে আমার বিষয়ে তড়িঘড়ি কোন সিদ্ধান্ত নিবেন না। আমি একজন বহিরাগত মানুষ যে কুরাইশদের মাঝে এসে তাদের সাথে মিলেমিশে যাই কিন্তু কুরায়েশ ছিলাম না। অন্যান্য মুহাজির যারা আপনার সাথে আছে, তাদের প্রত্যেকের মক্কাতে আত্মীয়স্বজন রয়েছে যাদের মাধ্যমে তারা তাদের ফেলে আসা সহায়-সম্পদের সুরক্ষা করে আসছেন। যেহেতু মক্কায় আমার কোন আত্মীয়তা নেই, তাই আমি মক্কার লোকদের প্রতি কোন অনুগ্রহ করতে চাইলাম যাতে তারা এই অনুগ্রহের প্রতিদানস্বরূপ আমার খেয়াল রাখবে। কোন কুফরির কারণে বা মুরতাদ হয়ে যাওয়ার কারনে এমনটি করিনি। আমি অস্বীকারও করিনি, মুরতাদও হইনি। আমি ইসলামকে পরিত্যাগও করিনি, এবং আমি মুনাফিকও নই। আমি এসব কারণে এই কাজ করিনি। আমি আপনাকে আশ্বস্ত করছি, ইসলাম গ্রহণ করার পর পুনরায় কুফরিতে ফিরে যাওয়া কোনভাবে পছন্দনীয় নয়। এটি শুনে মহানবী (সা.) বলেন, সে তোমাদের যা বলছে, সত্য বলছে। অর্থাৎ তার কথা তিনি (সা.) বিশ্বাস করলেন।

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ৮৪০) (সহী বুখারী, কিতাবুল জিহাদ, হাদীস-৩০০৭)

এ ঘটনার উল্লেখ করে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন, কেবলমাত্র

## মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

**" কুরআন এবং রসুল করীম (সা.)-এর প্রতি সত্যিকার ভালবাসা এবং প্রকৃত আনুগত্য মানুষকে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করে।"**
**(আঞ্জামে আথাম, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১১, পৃ: ৩৪৫)**

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

একজন দুর্বল সাহাবী মক্কাবাসীদের এ পত্র লিখে পাঠিয়ে দিয়েছেন যে, "মহানবী (সা.) দশ হাজার সৈন্য নিয়ে যাত্রা করেছেন। আমি জানি না, তিনি কোথায় যাচ্ছেন, কিন্তু আমি ধারণা করছি যে, সম্ভবত তিনি মক্কার দিকে আসছেন। মক্কায় আমার কতিপয় বন্ধু এবং আত্মীয়স্বজন আছে। আমি আশা করি, তোমরা এ কঠিন সময়ে তাদেরকে সাহায্য করবে এবং তাদের কোন ধরণের বিপদ হতে দিবে না।" এ পত্রটি তখনও মক্কায় পৌঁছেনি, মহানবী (সা.) ভোরে হযরত আলীকে ডাকলেন এবং বললেন, তুমি অমুক স্থানে যাও। আল্লাহ্ তা'লা আমাকে জানিয়েছেন যে, সেখানে উষ্ট্রারোহী এক মহিলা দেখবে। তার কাছে একটি পত্র পাবে যা সে মক্কাবাসীদের কাছে নিয়ে যাচ্ছে। তুমি সে পত্রটি সেই মহিলার কাছ থেকে নিয়ে নিবে এবং তাৎক্ষণিকভাবে আমার কাছে নিয়ে আসবে। তার যাত্রার প্রাক্কালে, তিনি (সা.) বললেন, মনে রেখ! সে এক মহিলা। অতএব তার প্রতি কোন প্র কার কঠোরতা করো না, চাপ দেবে এবং জোর দিয়ে বলবে যে, তোমার কাছে পত্র আছে, কিন্তু এরপরও যদি সে না মানে এবং অনুনয়-বিনয় বা কাকুতি-মিনতিও যদি কাজে না দেয় তাহলে তোমরা কঠোরতা করতে পার আর যদি তাকে হত্যা করতে হয় তাও করতে পারবে, কিন্তু পত্র কোনভাবেই নিয়ে যেতে দিবে না। সুতরাং হযরত আলী সেখানে পৌঁছে গেলেন। মহিলা সেখানে উপস্থিত ছিল। সে কাঁদতে শুরু করল এবং কসম খেয়ে বললো, আমি কি প্রতারক, ধোঁকাবাজ? তোমাদের যদি এরপরও বিশ্বাস না হয় অনুসন্ধান কর। এরপর তিনি এদিক সেদিক খুঁজলেন, তার পকেটগুলোতে অনুসন্ধান করলেন, মালপত্র দেখলেন, কিন্তু পত্র পেলেন না। সাহাবারা বলতে লাগলেন, মনে হচ্ছে তার কাছে পত্রটি নেই। হযরত আলী রেগে গেলেন। তিনি বললেন, তোমরা চুপ থাক এবং অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে বললেন, খোদার কসম! রসুল (সা.) কখনো মিথ্যা বলতে পারেন না। অতএব তিনি সেই মহিলাকে বললেন, মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, তোমার কাছে পত্রটি আছে আর খোদার কসম! আমি মিথ্যা বলছি না। এরপর তিনি তরবারী বের করলেন এবং বললেন, হয় তুই ভাল মানুষের মত পত্র দিয়ে দে নতুবা স্মরণ রাখ,যদি তোকে উলঙ্গ করেও তল্লাশি নিতে হয়, তবে আমি তাই করবো। কারণ রসূলুল্লাহ (সা.) সত্য বলেছেন আর তুই মিথ্যা কথা বলছিস। এতে সে ভয় পেয়ে যায়। তাকে উলঙ্গ করার ধমকি দেওয়া হলেততক্ষনাৎ সে নিজের খোপা খুলল; সেই খোপায় সে পত্র রেখেছিল যা সে বের করে দিল।"

(সাইরে রূহানী নং ৭, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২৪, পৃ: ২৬২)

অপর একস্থানে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ এভাবে দিচ্ছেন যে, মহানবী (সা.)-এর যুগে এক সাহাবী মুসলমানদের মক্কায় আক্রমনের খবর গোপনে নিজ আত্মীয়-স্বজনদের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করে যেন এই সহমর্মিতা প্রকাশের কারণে মক্কাবাসী তার আত্মীয়-স্বজনদের সাথে ভাল ব্যবহার করে। কিন্তু ইলহামের মাধ্যমে মহানবী (সা.)কে এই কথা বলে দেয়া হয়। তিনি (সা.) হযরত আলী (রা.) এবং আরো কিছু সাহাবীকে প্রেরণ করেন যে, অমুক স্থানে এক মহিলা আছে, তার কাছে গিয়ে কাগজটি নিয়ে আস। সেখানে গিয়ে তারা সেই মহিলার কাছে কাগজ চাইল; সেই মহিলা অস্বীকার করলো। কয়েকজন সাহাবী বলল, সম্ভবত রসূলুল্লাহ (সা.)-এর ভ্রম হয়েছে । হযরত আলী (রা.) বললেন, না; তাঁর (সা.) কথা কখনো ভুল হতে পারে না। যতক্ষন পর্যন্ত তার কাছ থেকে সেই কাগজ না পাওয়া যায়, আমি এখান থেকে যাব না। তিনি যখন সেই মহিলাকে ধমক দিলেন তখন সে সেই কাগজ বের করে হস্তান্তর করে।"

(খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড-৪, পৃ: ১৮২,১৮৩, প্রদত্ত ২৫ শে সেপ্টেম্বর, ১৯১৪)

মক্কা বিজয়ের সময় মহানবী (সা.) যখন মসজিদুল হারামে অবস্থান করছিলেন তখন হযরত আলী (রা.) তার কাছে উপস্থিত হন আর তার হাতে কা'বা ঘরের চাবি ছিল। তিনি নিবেদন করেন, হে আল্লাহর রসূল (সা.)! আমাদেরকে সিকায়া অর্থাৎ হজ্জের সময় পানি পান করানোর দায়িত্বের পাশাপাশি হিজাবা আর্থাৎ কা'বা ঘরের দরজা খোলা ও বন্ধ করার দায়িত্বও অর্পন করুন। তিনি (সা.) বললেন, উসমান বিন তালহা কোথায়? তাকে ডাকা হলো। তখন তিনি (সা.) বললেন, হে উসমান! এই হলো তোমার চাবি; আজকের দিন হল পুণ্য কর্ম করার ও বিশ্বস্ততা প্রদর্শনের দিন। রসূলুল্লাহ (সা.) হযরত আলী (রা.)কে বললেন, আমি তোমাদেরকে এমন জিনিস দিব না যার কারণে তোমরা কষ্টে নিপতিত হতে পার বরং সেই জিনিস দিব যার মধ্যে তোমাদের জন্য মঙ্গল ও কল্যাণ নিহিত থাকবে। আর আমি তোমাদের সে জিনিস দিব না- তোমরা স্বয়ং যার দায়িত্ব পেতে চাও। চাইলে পাবে না।

(আস সীরাতুন নবুয়াহ লি ইবনে হিশাম, পৃ: ৭৪৪)

হযরত উম্মে হানি বিনতে আবু তালিব বলেন, যখন রসূলুল্লাহ (সা.) মক্কার উঁচু ভূমিতে শিবির স্থাপন করলেন, তখন বনু মখযুমের অর্থাৎ আমার শ্বশুরপক্ষের দু'ব্যাক্তি পালিয়ে আমার কাছে এসে পড়লো। হযরত উম্মে হানি বলেন, আমার ভাই আলী আমার কাছে আসলেন আর বললেন, খোদার কসম! আমি তাদের উভয়কে হত্যা করব। হযরত উম্মে হানি বলেন, আমি তাদের উভয়কে নিজের ঘরে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলাম। অতঃপর আমি মক্কার উচু অংশে রসূলুল্লাহ (সা.) এর কাছেআসলাম। আমি তাকে পানির একটি পাত্র দ্বারা গোসলরত অবস্থায় পেলাম যাতে কাই করা আটার চিহ্ন বিদ্যমান ছিল। তাঁর মেয়ে হযরত ফাতেমা একটি কাপড় দিয়ে তাঁর জন্য পর্দার ব্যবস্থা করেছিলেন। গোসলের পরে তিনি (সা.) নিজের কাপড় পরিবর্তন করলেন; চাশতের সময় আট রাকাত নামায আদায় করলেন। এরপর তিনি (সা.) আমার দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করে বললেন, উম্মে হানি! স্বাগতম। তুমি কী উদ্দেশ্যে এসেছ? তিনি সেই দুই ব্যক্তি এবং হযরত আলীর কথা বিস্তারিত বললেন যে, হযরত আলী তাদেরকে হত্যা করতে চান আর আমি এভাবে তাদেরকে নিজের ঘরে লুকিয়ে এসেছি। তিনি (সা.) বললেন, যাদেরকে তুমি আশ্রয় দিয়েছ, তাদেরকে আমি আশ্রয় দিয়েছি আর যাদেরকে তুমি নিরাপত্তা দিয়েছ, তাদেরকে আমি নিরাপত্তা দিয়েছি। সুতরাং সে যেন তাদের উভয়কে হত্যা না করে। অর্থাৎ রসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, হযরত আলী (রা.) তাদেরকে হত্যা করবেন না।

(আস সীরাতুন নবুয়াহ লি ইবনে হিশাম, পৃ: ৭৪৩-৭৪৪)

মহানবী (সা.) হুয়ায়েরেস বিন নুকায়দকে হত্যার নির্দেশনামা জারি করেছিলেন, কেননা সে রসূলুল্লাহ (সা.) কে মক্কায় কষ্ট দিত আর তাঁকে কষ্ট দেয়ার জন্য অতিশয়োক্তি করতো আর তাঁকে ব্যাঙ্গা করতো।রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর চাচা হযরত আব্বাস (রা.) যখন হযরত ফাতেমা ও হযরত উম্মে মাকতুমকে মক্কা থেকে মদীনায় পাঠানোর জন্য উটে বসান, তখন হুওয়াইরিস সেই উটটিকে মাটিতে ফেলে দিয়েছিল। মক্কা-বিজয়ের দিন হুওয়াইরিস বিন নুকায়েদ যখন পালানোর জন্য বেরিয়ে পড়ে, তখন হযরত আলী তাকে হত্যা করেন।

(আস সীরাতুল হালবিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৩১)

হুনায়নের যুদ্ধ, যা অষ্টম হিজরির শাওয়াল মাসে সংঘটিত হয়েছিল, সেটি সম্পর্কে রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, হুনায়নের যুদ্ধের সময় মুহাজিরদের পতাকা হযরত আলীর হাতে ছিল। হুনায়নের যুদ্ধের দিন যখন প্রচণ্ড যুদ্ধ হয় এবং কাফেরদের প্রবল আক্রমণের মুখে মহানবী (সা.)-এর চারপাশে কেবল হাতে গোনা কয়েকজন সাহাবী অবশিষ্ট থাকেন, সেই গুটিকতক সাহাবীর মধ্যে হযরত আলীও ছিলেন।

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ৮৪০) (আত্তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড,পৃ: ৩২৫)

হুনায়নের যুদ্ধের দিন মুশরিক-সারির সামনে লাল উটে আরোহিত এক ব্যক্তি ছিল, যার হাতে একটি কাল পতাকা ছিল; পতাকাটি খুব লম্বা এক বর্শার ডগায় বাঁধা ছিল; বনু হাওয়াযিন গোত্রের লোকেরা সেই ব্যক্তির পেছনে ছিল। যখনই কেউ সেই ব্যক্তির নাগালের মধ্যে আসতো সে তৎক্ষণাৎ তার দিকে বর্শা ছুঁড়ে মারতো; আর বর্শা থেকে বেঁচে গেলে, সে তার পেছনে থাকা লোকদেরকে বর্শা উঁচিয়ে ইশারা করতো এবং তারা তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তো; তারা লাল-উটে আরোহী ব্যক্তির পেছনেই থাকতো। এই ব্যক্তি এভাবেই আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ হযরত আলী ও একজন আনসারী সাহাবী তাকে চিহ্নিত করেন এবং তাকে হত্যা করার জন্য অগ্রসর হন। হযরত আলী তার পেছন থেকে এসে তার উটের পেছনে তরবারীর আঘাত হানে, যার ফলে উট মুখ থু বড়ে পড়ে যায়। তখনই সেই আনসারী সাহাবী তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং এত জোরে আঘাত করেন যে তার পায়ের গোছার নীচের অংশ কেটে আলাদা হয়ে যায়। একইসাথে মুসলমানরা মুশরিকদের উপর এক প্রবল আক্রমণ হানে। (আস সীরাতুল হালবিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৫৮)

হযরত আলী (রা.)-এর বনু তাঈ-এর অভিযান সম্পর্কে (ইতিহাসে) রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) হযরত আলী (রা.)-কে দেড়শ সদস্যসহ বনু তাঈ গোত্রের 'ফুলস' নামক প্রতিমা অপসারণের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছিলেন। বনু তাঈ গোত্রের বসতি ছিল মদীনার উত্তর-পূর্বদিকে

## রসুলের বাণী

**আঁ হযরত (সা.)বলেছেন, "মানুষ যখন তওবা করে, অনুতপ্ত হয় এবং আল্লাহর একত্ব স্বীকার করে, তখন তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়।**

**(সহী বুখারী, কিতাবুল লিবাস, বাবুস সিয়াবুল বাইয)**

দোয়াপ্রার্থী: Pervez Hossain, Bolpur, Dist-Birbhum

অবস্থিত। মহানবী (সা.) এই অভিযানের জন্য হযরত আলী (রা.)-কে কালো রঙের একটি বৃহৎ পতাকা এবং সাদা রঙের একটি ক্ষুদ্র পতাকা প্রদান করেন। হযরত আলী (রা.) ভোরবেলা হাতেম তাঈ-এর গোত্রের উপর আক্রমণ করে তাদের ফুলস মূর্তিকে ভেঙ্গে ফেলেন। হযরত আলী (রা.) বনু তাঈ গোত্রের কাছ থেকে অনেক যুদ্ধলব্ধ সম্পদ ও যুদ্ধবন্দী নিয়ে মদীনায় ফেরত আসেন। (আত্তাবাকাতুল কুবরা, ২য় খণ্ড,পৃ: ৩৩১)

৯ম হিজরী সনের রজব মাসে তাবুকের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ সম্পর্কে রেওয়ায়েত হলো, হযরত মুসআব বিন সা'দ (রা.) নিজ পিতার বরাতে বর্ণনা করেন, রসূলে করীম (সা.) তাবুকের যুদ্ধের উদ্দেশ্যে যাত্রার সময় হযরত আলী (রা.)-কে মদীনায় নিজের স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করেন। তখন হযরত আলী (রা.) বলেন, আপনি কি আমাকে শিশু ও নারীদের মাঝে ছেড়ে যাচ্ছেন? মহানবী (সা.) বলেন, তুমি কি এতে আনন্দিত নও যে, আমার ক্ষেত্রেতোমার মর্যাদা ঠিক তেমনই যেমনটি মূসার ক্ষেত্রে হারুনের ছিল? তফাৎ কেবল এটুকু যে, আমার পরে কোন নবী নেই।

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ৮৪২)

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) এই ঘটনাটি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, রসূলে করীম (সা.) একবার যুদ্ধে গেলেন আর হযরত আলী (রা.)-কে নিজের অবর্তমানে স্থলাভিষিক্ত হিসেবে রেখে যান। কেবল মুনাফিকরাই পেছনে রয়ে গিয়েছিল, একারণে তিনি চিন্তিত-সংকিত মহানবী (সা.)-এর নিকট আসেন আর আবেদন জানান যে 'আমাকেও সাথে নিয়ে চলুন'। তিনি (সা.) তখন তাকে আশ্বস্ত করেন যে, اَلَا تَرْضٰى اَنْ تَكُوْنَ مِنِّيْ بِمَنْزِلَةِ هَارُوْنَ مِنْ مُّوْسٰى اِلَّا اَنَّهٗ لَيْسَ نَبِيٌّ بَعْدِيْ [আলা তারযা আন তাকুনা মিন্নি বিমানযিলাতি হারূনা মিম্ মূসা ইল্লা আন্নাহু লাইসা নাবিয়্যুম্ বা'দী] অর্থাৎ 'হে আলী! মূসার সাথে হারূনের যেরূপ সম্পর্ক তদ্রুপ আমার সাথে তোমার। আর একদিন হারূনের মত তুমিও আমার খলীফা হবে; কিন্তু এই সামঞ্জস্য সত্ত্বেও তুমি নবী হবে না।"

(খিলাফতে রাশেদা, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-১৫, পৃ: ৫৭৯)

মহানবী (সা.)-এর হযরত আলী (রা.)-কে ইয়ামেনে প্রেরণের বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে যে,দশম হিজরীতে মহানবী (সা.) হযরত আলী (রা.)-কে ইয়েমেনের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। ইতোপূর্বে তাদেরকে ইসলামের তবলীগ করার জন্য তিনি (সা.) হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ (রা.)-কে প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু তারা ইসলামা গ্রহণে অস্বীকার করে। এরপর তিনি (সা.) হযরত আলী (রা.)-কে প্রেরণ করেন। হযরত আলী (রা.) ইয়েমেনবাসীদের মহানবী (সা.)-এর পত্র পাঠ করে শোনালে একদিনে পুরো 'হামদান' শহর ইসলাম গ্রহণ করে। হযরত আলী (রা.) তাদের ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে মহানবী (সা.)-কে পত্র লিখলে তিনি (সা.) তিনবার এই বাক্য পুনরাবৃত্তি করেন- 'হামদানের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক।' মদীনার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে মদীনা হতে প্রায় সাড়ে এগারশ' কি.মি. দূরে অবস্থিত ইয়েমেনের একটি শহরের নাম 'হামদান'। এরপর ইয়েমেনবাসীরাও ইসলাম গ্রহণ করে আর হযরত আলী (রা.) এ সম্পর্কে মহানবী (সা.)-কে পত্র লিখলে মহানবী (সা.) কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপকমূলক সিজদা করেন।

(আল কামিলু ফিততারিখ, ২য় খণ্ড,পৃ: ১৬৮)

হযরত আলী (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) আমাকে কাযী মনোনীত করে ইয়েমেন পাঠিয়েছেন। আমি নিবেদন করি, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনি আমাকে প্রেরণ করছেন, অথচ আমি এক যুবক যার কাযা বা বিচারআচার-সংক্রান্ত কোন জ্ঞান নেই। তখন তিনি (সা.) বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমার হৃদয়কে সঠিক পথে রাখবেন আর তোমার কথা দৃঢ় ও অদুদোল্যমান হবে। তোমার সম্মুখে দু'জন বিবাদমান ব্যক্তি বসলে তুমি যেভাবে প্রথমজনের বক্তব্য শুনবে ঠিক সেভাবে দ্বিতীয়জনের বক্তব্য না শোনা পর্যন্ত কোন সিদ্ধান্ত দেবে না। এরূপ করলে তুমি কী সিদ্ধান্ত প্রদান করবে তা; পরিষ্কার হয়ে যাওয়ার অধিকতর সম্ভাবনা থাকবে। হযরত আলী (রা.) বলেন, এরপর মীমাংসা করার ক্ষেত্রে আমার মনে কখনও দ্বিধাদ্বন্দ্ব হয় নি।

(সুনান আবু দাউদ, কিতাবুল আকযিয়া, হাদীস-৩৫৮২)

হুদাইবিয়ার সন্ধিতে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে হযরত আমর বিন শা'স আসলামী (রা.)ও ছিলেন। তিনি বর্ণনা করেন, আমি হযরত আলী (রা.)'র সাথে ইয়েমেন অভিমুখে যাত্রা করি। পথিমধ্যে তিনি আমার প্রতি কঠোর ব্যবহার করেন, এমনকি তার সম্পর্কে আমি আমার হৃদয়ে কিছুটা (নেতিবাচক) মনোভাব পোষণ করতে আরম্ভ করি। অতএব, ইয়েমেন থেকে ফিরে আমি তার বিরুদ্ধে মসজিদে অভিযোগ করি, এমনকি একথাটি মহানবী (সা.)-এর কানেও পৌঁছে। একদিন আমি মসজিদে প্রবেশ করি তখন মহানবী (সা.) তাঁর কয়েকজন সাহাবীকে নিয়ে বসেছিলেন। আমার ওপর তাঁর দৃষ্টি পড়লে তিনি আমাকে গভীরভাবে দেখেন। তিনি বলেন, মহানবী (সা.) আমাকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখেন। আমার বসার পর তিনি (সা.) বলেন, হে আমর! খোদার কসম! তুমি আমাকে কষ্ট দিয়েছ। আমি নিবেদন করি, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনাকে কোন কষ্ট দেয়া থেকে আমি আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তিনি (সা.) বলেন, অবশ্যই দিয়েছ! যে আলীকে কষ্ট দিয়েছে সে আমাকে কষ্ট দিয়েছে। এটি মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বলের হাদীস। (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৪৭৮)

আরেকটি হাদীস হল, হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেন, একবার লোকেরা হযরত আলী (রা.)'র বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে মহানবী (সা.) আমাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য প্রদানের জন্য দাঁড়ান। আমি তাঁকে (সা.) একথা বলতে শুনেছি, হে লোকেরা! তোমরা আলীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করো না। খোদার কসম! সে আল্লাহ্‌র সত্ত্বাকে অনেক বেশি ভয় করে, কিংবা বলেন, 'তার বিরুদ্ধে অভিযোগ হতে পারে এমর্মে সে আল্লাহ্‌কে অনেক ভয় করে।'

(আসসীরাতুন নবুইয়াতাহ লি ইবনে হিশাম, পৃ: ৮৬৭-৮৬৮)

এই স্মৃতিচারণ ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে, ইনশাআল্লাহ্।

আজও আমি দোয়ার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই। গত জুমুআয় আলজেরিয়ার কথা বলা হয়নি; সেখানেও আহমদীরা কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন। কয়েকজনকে বন্দী করে রাখা হয়েছে। তাদের জন্যও দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা তাদের জন্য পরিস্থিতি সহজ করুন আর বন্দীদের অচিরেই মুক্তির ব্যবস্থা হোক। সেখানে কঠিন পরিস্থিতি বিরাজমান, সেখানকার প্রশাসনকেও আল্লাহ্ তা'লা বিবেক-বুদ্ধি দিন যেন তারা ন্যায়পরায়ণতার ভিত্তিতে আহমদীদের অধিকার প্রদান করে। একইভাবে পাকিস্তানের পরিস্থিতিও কঠোরতর হচ্ছে। আমি বলেছিলাম সুনির্দিষ্ট কিছু কর্মকর্তা রয়েছে তাদের জন্যও দোয়া করুন। আল্লাহ তা'লা যদি এসব মৌলভী ও কর্মকর্তাদের কাণ্ডজ্ঞান দিতে না চান কিংবা এদের যদি সুমতি না হয় বা এমনটি করতে থাকা আর আল্লাহ তা'লার পাকড়াও এর শিকার হওয়াই যদি তাদের নিয়তি হয়ে থাকে তাহলে আল্লাহ তা'লা যথাশীঘ্র তাদের শাস্তির উপকরণ সৃষ্টি করুন এবং আহমদীদের জন্য সহজসাধ্যতা সৃষ্টি করে দিন।

নামাযের পর আমি রাবওয়া নিবাসী মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ সাহেবের পুত্র রশীদ আহমদ সাহেবের গায়েবানা জানাযাও পড়াবো। তিনি আমাদের আরবি ডেস্কের মুরব্বী তাহের নাদিম সাহেবের পিতা ছিলেন; গত ২৮ অক্টোবর ৭৬ বছর বয়সে তিনি পরলোকগমন করেন, ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন।

তাদের পরিবারে তার দাদা হযরত আব্দুল গফুর সাহেবের মাধ্যমে আহমদীয়াত এসেছিল, যিনি তার খালাত ভাই হযরত মৌলভী আল্লাহ্ দিত্তা সাহেব (রা.)-এর সাথে ১৮৯১-৯২ সনে কাদিয়ান গিয়ে সরাসরি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর হাতে বয়াত গ্রহণ করেছিলেন। হযরত মৌলভী আল্লাহ্ দিত্তা সাহেব (রা.) সুশিক্ষিত আলেম ছিলেন, আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দাবীর পূর্বেও তাঁর (আ.) সাথে তার মেলামেশা ছিল। তিনি স্বপ্নে দেখেছিলেন, হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সা.)-এর পতাকা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর হাতে উচ্চকিত রয়েছে। এরপর হযরত মৌলভী আল্লাহ্ দিত্তা সাহেব নিজ খালাত ভাই মরহুমের দাদা হযরত মৌলভী আব্দুল গফুর সাহেবকে সাথে নিয়ে কাদিয়ান গমন করেন এবং উভয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে হযরত মৌলভী আল্ল াহ্ দিত্তা সাহেবের তবলীগে মুলতানের আলীপুর ও হাসানপুর গ্রামে অনেক লোক আহমদীয়া জামাতে অন্তর্ভুক্ত হন। মরহুম দীর্ঘদিন ধরে বাহাওয়ালপুর জেলায় অবস্থিত নিজ জামাতে সেক্রেটারী মাল হিসাবে দায়িত্বপালনের সৌভাগ্য লাভ করেছেন। মরুহুম খুবই পুণ্যবান, সৎ ও ভদ্র, অতিথিপরায়ণ এবং মানবদরদী মানুষ ছিলেন। আত্মীয়-স্বজন, পাড়া প্রতিবেশি এবং অসহায়-দরিদ্রদের নীরবে দেখাশুনা করতেন। মরহুম আল্লাহ্ তা'লার ফযলে মুসী ছিলেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারে তিনি যাদের রেখে গেছেন তারা হলেন- তার সহধর্মিনী সিদ্দীকা বেগম সাহেবা, যিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত কাদের বখ্‌শ সাহেবের দৌহিত্রি। ছেড়ে যাওয়া পরিবারে তার সন্তানসন্ততিরাও রয়েছেন, তার সহধর্মিনী ছাড়াও পরিবারে তিন কন্যা এবং দুই পুত্র রয়েছেন। যেমনটি আমি বলেছি, এক ছেলে ওয়াকেফে যিন্দেগী মুরব্বী সিলসিলাহ, আমাদের স্থানীয় আরবি ডেস্কে কর্মরত আছেন। আল্লাহ তা'লা মরহুমের সাথে ক্ষমা ও কৃপার আচরণ করুন এবং তার মর্যাদা উন্নীত করুন।

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)

# ২০১৫ সালে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর জার্মানী সফর

ওয়াকফে নও ছাত্রদের সঙ্গে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর বিশেষ অনুষ্ঠান (শেষাংশ)

( তবে সেক্ষেত্রে অসুবিধে আছে। তাই চৌদ্দ কিম্বা পনেরো বছরের প্রশ্ন নয়। যদি এর অপব্যবহার হয়, তবে বড়দের জন্যও তা খারাপ আর ছোটদের জন্যও খারাপ। কিন্তু যেহেতু ছোটদের বুদ্ধি কম, তাই তারা খুব তাড়াতাড়ি অপরের কথায় প্রভাবিত হয়ে অন্যায় কাজ করতে শুরু করে। যদি তোমরা সাবালক হও, তবে ব্যবহার কর। তোমাদের বাবা-মা কিনে দিবেন, কিন্তু এগুলি আবার অনেক দামিও হয়। আইফোনের দাম কত পড়ে? (ওয়াকফে নও ছাত্রটি উত্তর দেয়, দুইশো ইউরো)

হুযুর আনোয়ার বলেন, তোমার বাবা-মা এর জন্য দুশো ইউরোপ খরচ করলে তবেই সেটি পাবে।

এক ওয়াকফে নও ছাত্র নিবেদন করে যে, 'একটি দোয়ার আবেদন করছি। আমার মামা মালেয়েশিয়াতে আছেন। তাঁর মামলাটির নিষ্পত্তি যেন দ্রুত হয়, সেজন্য দোয়া করুন।

হুযুর আনোয়ার বলেন, অন্যদেরও যেন হয়ে যায়, শুধু তোমার মামারটাই বা কেন?

এক ওয়াকফে নও ছাত্র জিজ্ঞাসা করে যে, 'হুযুর আপনি যখন 'হুযুর' হলেন, তখন কেমন অনুভব করছিলেন?

উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: মনে হচ্ছিল যেন কেউ আমার উপর পাহাড় চাপিয়ে দিয়েছে।

এক কিশোর প্রশ্ন করে, যারা শহীদ হয়, তাদেরকে নিজেদের পরনের কাপড়েই কেন দাফন করা হয়?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: কে বলেছে? অনেক সময় এমনও হয়েছে যুদ্ধে যারা শহীদ হতেন, তাদের কাফন ও দাফনের জন্য অন্য কোনও কিছু থাকত না। আর মরদেহ নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকত। সেই কারণে আঁ হযরত (সা.) সেই সময় তারা যে কাপড়ে থাকতেন, তাতেই দাফন করতেন। তাদের দৈন্যদশা এতটাই প্রবল ছিল যে, অনেক সময় তাদের পরিধানও পুরোপুরি থাকত না-মাথা ঢাকা হলে পা দুটি অনাবৃত হয়ে পড়ত আর পা ঢাকলে মাথা। তাই যখন লাশ নষ্ট হওয়ার মত পরিস্থিতি দেখা দেয়, সেক্ষেত্রে গোসল না দিয়েও দাফন করা যেতে পারে। কিন্তু যদি কোনও শহীদের এমন দশা না হয়, আর তাকে গোসল দেওয়া সম্ভব হয়, তবে তাকে গোসল দেওয়াও হয় আর কাফনও দেওয়া হয়।

এক কিশোর প্রশ্ন করে, 'আমরা যখন ট্রেনে যাত্রা করি, সেখানে অনেক যাত্রী এমনও থাকে যাদের কাছে তাদের পোষ্য থাকে। তাদের পোষ্য আমাদের জামাকাপড় স্পর্শ করলে সেই কাপড়ে কি আমাদের নামায হবে?'

হুযুর আনোয়ার বলেন: আজকাল তারা নিজেদের পোষ্যকে শ্যাম্পু করিয়ে এতটা পরিচ্ছন্ন রাখে যে তোমাদের কাপড় চোপড়ের থেকেও বেশি পরিস্কার থাকে। কথা হল নামায পড়া যেতে পারে। যদি কাপড় পাল্টে ফেলার সুযোগ থাকে, তবে পাল্টে নাও , কিন্তু এই অজুহাতে নামায ত্যাগ করা যেতে পারে না। আঁ হযরত (সা.)-এর যুগে লোকেদের কাছে বিশাল বিশাল মেষপাল থাকত। তাদের দেখাশোনার জন্য মেষপালক কুকুর পুষত। সেই যুগেও কুকুর ছিল। আর কুকুর রাখার উদ্দেশ্য ছিল সে যেন ছাগলের পালটিকে এক জায়গায় আটকে রাখে। মেষপালের দেখাশোনায় যে সাহাবারা নিযুক্ত থাকতেন, তাঁরা সারা দিন ঘুরতেন, কুকুরও সঙ্গে থাকত। হয়তো তাঁদের কাপড়কে স্পর্শও করত। সেই সাহাবারা মসজিদে এসে নামায পড়ে চলে যেতেন। তাঁরা কাপড় পাল্টে কিম্বা গোসল করে তো আর আসতেন না। এটা নামায না পড়ার অজুহাত। কুকুর নিয়েই মুসলমানদের যত কষ্ট, কিন্তু তারা বিড়ালকে সারা দিন চুমু খেতে থাকে। এই বিড়ালগুলিও তো আছে। পাখিও হতে পারে। কুকুরের কথা বলছ, যদি স্পর্শ করে নেয়, তবে অসুবিধের কিছু নেই। তোমরা নির্দ্বিধায় নামায পড়তে পার। আর যদি তোমাদের এতটাই ঘৃণাভাব আসে, তবে অন্য কোনও সময় গিয়ে কাপড় পাল্টে এসো। কিন্তু নামাযের সময় নষ্ট হওয়া উচিত নয়।

পাকিস্তানে প্রথা আছে, অনেক সময় কুকুরের গায়ে হাতের ছোঁয়া লেগে গেলে যতক্ষণ পর্যন্ত না সাতবার হাত না ধোওয়া হয়, ততক্ষণ নাকি হাত পবিত্র হয় না। রাবোয়ায় এক মহিলা আসে। অ-আহমদী মহিলা ও পুরুষ আশপাশের গ্রাম থেকে দুধ দিতে আসে। কারো বাড়িতে কুকুর ছিল। কুকুরকে সে স্পর্শ করে ফেলে বা কুকুরটি তার হাত চেঁটে দেয়। সে একবার সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে ফেলে সাবানটি রেখে দেয়। তা দেখে সেই মহিলা বলে উঠল, তুমি তো কাফের হয়ে গেলে। সাতবার হাত ধোওয়া উচিত। তোমার হাতে কুকুরের জিভ লেগেছে যা তোমাকে অপবিত্র করে দিয়েছে। যাও, এরপর থেকে তোমাকে আর দুধ দিচ্ছি না। তাই এমনও মানুষ আছে। কোনও বিষয়ে এত বেশি বাড়াবাড়ি করা উচিত নয়।

এক কিশোর প্রশ্ন করে যে, আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদের উপর কখন থেকে দিনে পাঁচবার নামায অবধারিত করেছেন?

হুযুর আনোয়ার বলেন: আল্লাহ্ তা'লা এই আদেশ আঁ হযরত (সা.)-এর উপর নাযেল করেছেন। কুরআন করীমে একাধিক স্থানে পাঁচ বার নামাযের আদেশ রয়েছে। এমনকি সেগুলির সময়ও বলে দেওয়া হয়েছে। অনুরূপভাবে আঁ হযরত (সা.) নিজের সুন্নত বা কর্মপন্থা দ্বারা আমাদের দেখিয়েছেন যে, এই পাঁচবারের নামায কখন এবং কিভাবে পড়তে হয়। একটি হাদীসেও বর্ণিত হয়েছে যে, আঁ হযরত (সা.) একবার মগরিবের নামায প্রথম লগ্নে পড়েন আর অন্য এক সময় শেষ লগ্নে মগরিবের নামায পড়েন। অনুরূপভাবে এশা, ফজর, যোহর এবং আসরের নামায প্রথম ও শেষ লগ্নে পড়ে দেখিয়েছেন। সাহাবারা জিজ্ঞাসা করেছেন যে, হে রসূলুল্লাহ্! আপনি দুটি ভিন্ন সময়ে নামায কেন পড়লেন? আঁ হযরত (সা.) বললেন, আল্লাহ্ তা'লার ফেরেশতা আমার কাছে এসে নামাযের এই দুটি সময়ের কথা বলেছেন। একটি হল প্রথম লগ্ন আর দ্বিতীয়টি হল অন্তিম লগ্ন। উভয় সময়েই নামায পড়া যেতে পারে। অতএব এই বিভিন্ন সময়ের কথা আমরা আঁ হযরত (সা.)-এর কাছ থেকে শিখেছি।

এক কিশোর প্রশ্ন করে যে, অবসর সময়ে যখন আপনি আহার করেন কিম্বা ঘুমোতে যান, তখনও কি আপনার কাছে নিরাপত্তা রক্ষীরা থাকেন?

হুযুর আনোয়ার বলেন, এদিকে তো আমার দৃষ্টিই যায় না। অফিসে আমার কাছে কেউ থাকে না। আমি বাড়িতে সম্পূর্ণ ফ্রি থাকি আর অফিসেও। রাতেই বরং আমি অফিসের কাজ করি আর অফিসের কোনও কর্তাও আমার কাছে থাকে না।

### জার্মান রাজনীতিবিদ ডক্টর গাইসির সঙ্গে সাক্ষাত

হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য ডক্টর গাইসি হুযুরের অফিসে এসেছিলেন। হুযুর আনোয়ার বলেন, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করে তিনি আনন্দিত।

এরপর ডক্টর গাইসি বলেন, 'বর্তমান পরিস্থিতির কারণে আমি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। কিন্তু আমি নিরাশাবাদী নই। শীতযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে এক নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা ছিল, যা এখন আর নেই। চতুর্দিকে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার পরিবেশ। মুসলমান দেশসমূহ এবং পাশ্চাত্যের দেশসমূহের মধ্যে সাংস্কৃতিক সংঘাত শুরু হয়েছে যা অত্যন্ত বিপজ্জনক বিষয়। মধ্যপ্রাচ্যে বিভিন্ন গোষ্ঠী এবং সরকারের মধ্যে যুদ্ধ চলছে। জার্মানীতেও মুসলমানদের সম্পর্কে এক প্রকার ভীতি রয়েছে। বার্লিনে যখন জামাতের মসজিদ নির্মিত হওয়ার কথা চলছিল, তখন এক শ্রেণীর জার্মান নাগরিকদের পক্ষ থেকে বিরোধিতা হয়েছিল, তারা এই নিয়ে উচ্চবাচ্য সৃষ্টি করেছিল।

## মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

**খোদাতালার অভিশাপ হইতে অত্যন্ত ভীত ও সন্ত্রস্ত থাকিও কেননা তিনি অতি পবিত্র এবং আত্মমর্যাদাভিমানী।"**

(কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ১৪)

দোয়াপ্রার্থী: Saeen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)

## মহানবী (সা.)-এর বাণী

**কোন জিনিসে যত নম্রতা ও কোমলতা থাকে, সেই বস্তুর জন্য তত বেশি সৌন্দর্যের কারণ হয় আর যেটি থেকে কোমলতা ও নম্রতা হারিয়ে যায়, সেটি ততটাই কুৎসিত হয়ে পড়ে।" (সহী মুসলিম)**

দোয়াপ্রার্থী: Shujauddin , Barisha (Kolkata)

এটি সৌভাগ্যের বিষয় যে সেখানকার মেয়র আমাদের দলের ছিলেন, যিনি এই বিরোধিতা সত্ত্বেও নিজের কথায় অবিচল থেকেছেন। আজ সেখানে মসজিদ তৈরী হয়েছে। সব কিছুই স্বাভাবিক ছন্দে আছে আর পরিবেশও শান্তিপূর্ণ আছে। লোকে এখন বুঝতে পারছে যে ভীতি অহেতুক ছিল।

জার্মানীতে এও দেখা যাচ্ছে যে, যেখানে মুসলমানদের সংখ্যা বেশি, সেখানে দক্ষিণপন্থী পার্টিদেরকে ভোট দেওয়া হয় না আর যে সব এলাকায় মুসলমানদের সংখ্যা কম সেখানে দক্ষিণপন্থী দলগুলি বিপুল ভোট আদায় করে। এই যে একটি ভীতি প্রকাশ্যে আসছে, সেটিও অত্যন্ত বিপজ্জনক বিষয় আর সংবাদ মাধ্যমও এমন পরিস্থিতি তৈরীর ক্ষেত্রে নিজেদের ভূমিকা রাখছে। মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ, যেমন লেবানন, সিরিয়া, ইরাক, লিবিয়ার মত দেশে আমি গিয়েছি, আমার ভাল লেগেছে, তাদের অবস্থা ভাল ছিল।

হুযুর পৃথিবীর এই বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে কি মতামত পোষণ করেন তা জানতে পারলে আমি আনন্দিত হব। আমি এক বিশেষ প্রকারের মানুষ। কোনও ধর্মের সঙ্গে আমি যুক্ত নই।

হুযুর আনোয়ার বলেন: একজন মানুষ যদি মনুষ্যত্বে বিশ্বাস রাখে তবে সৃষ্টির প্রতি তার অধিকার প্রদান করতে পারে।

বর্তমান পৃথিবীর পরিস্থিতির কথা বলতে গেলে, শীত-যুদ্ধ সমাপ্ত হওয়ার পর বেশ কিছু কাল পর্যন্ত পৃথিবীতে শান্তি ও স্থিরতা ছিল। এরপর ১৯৯১ সালে ইরাক যুদ্ধ শুরু হল। কুয়েতের উপ আক্রমণ করানো হল। এই যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা ছিল প্রধান। এরপর থেকে পৃথিবীর শান্তি পরিস্থিতি যেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তা সকলের সামনে রয়েছে।

ইউরোপ এবং জার্মানীতে দীর্ঘকাল সব কিছু ঠিক ছিল। এখানে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ছোট খাট আন্দোলন হতে থেকেছে, কিন্তু বড় কোনও ভূমিকা ছিল না। এরপর ২০০৮ সালে আর্থিক মন্দা এসে পরিস্থিতিতে একেবারে জটিল করে তুলল। কিভাবে অন্যের অর্থনীতির উপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে হবে সে বিষয়ের দিকেই দেশসমূহের মনোযোগ ঘুরিয়ে দিল এই আর্থিক মন্দা। এই মন্দার কালেই ইউরেপীয় এবং অ-ইউরোপীয় হওয়ার প্রশ্ন মাথা চাঁড়া দিল। পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে, তাতে সংবাদ মাধ্যমেরও বিরাট ভূমিকা আছে। সংবাদ মাধ্যম এই আর্থিক মন্দাকে এত বড়সড় করে দেখাল যে ভীতির যে পরিবেশ তৈরী হতে শুরু করেছিল তা আরও বেশি করে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: ইউরোপ এশিয়া কিম্বা আফ্রিকা থেকে সস্তা শ্রম পাচ্ছে। ইউরোপের দেশগুলি যতই ন্যায়পরায়ণ হোক, অভিবাসীদেরকে কাজে লাগিয়ে তাদেরকে কম পারিশ্রমিক দেওয়া হয় আর এই সব কিছু পরিস্কার দেখা যাচ্ছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আর যখন এই আর্থিক সংকটের উদ্ভব হল, তখন ইউরোপ, আমেরিকা, কানাডা এবং সর্বত্র মুসলমানদেরকে দোষারোপ করতে শুরু করা হল। এর উত্তরে মুসলমানরাও অন্যদেরকে দোষারোপ করতে শুরু করল। এমতাবস্থায় পরিস্থিতি আরও জটিল রূপ ধারণ করল। এছাড়াও গত চার পাঁচ বছর থেকে আরব-বসন্তের যে বিষয়টি মাথা চাঁড়া দিয়েছে (সেটিও একটি কারণ)। বুদ্ধিজীবি শ্রেণী এর জন্য পরাশক্তিগুলিকেই দোষারোপ করছে। এটি সঠিক কি না তা ভিন্ন বিষয়। কিন্তু সম্পর্কের ফাটল ক্রমশ চওড়া হতে শুরু করেছে।

প্রথমে তারা ইরাককে ধ্বংস করল আর এই অপবাদ দিল যে তার কাছে জৈব হাতিয়ার আছে। এখন তাদেরই রাজনীতিকরা, মার্কিন রাজনীতিকরা এই মর্মে বিবৃতি দিচ্ছে যে ইরাকের উপর অহেতুক অপবাদ দেওয়া হয়েছিল। তার কাছে কোন জৈব হাতিয়ারই ছিল না।

এরপর মিশরের বিরুদ্ধেও তারা পদক্ষেপ নিল। হুযুর আনোয়ার বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক সংবাদ প্রতিনিধিকে মিশর সংক্রান্ত বিষয়ের একটি প্রশ্নের উত্তরে আমি বলেছিলাম, যে সরকার এখন এরা নিয়ে এসেছে তা দেড় বছরে ভেঙে যাবে। এখন তো সবে এক বছর হয়েছে। আর তেমনটিই হয়েছিল। আর সেই তথাকথিত ইসলামিক সরকার, যাকে এরা নিয়ে এসেছিল, সেই যখন তাদেরকে রক্ত চক্ষু দেখাল, তখন তাকে সেনার মাধ্যমে সরিয়ে দিল। এখন দেখুন, যে সরকারকে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য নিয়ে আসা হয়েছিল, তার বিরুদ্ধে সেনাকে সমর্থন করা করল আর সেনার সাহায্যে তাকে সিংহাসনচ্যুত করল।

এরপর লিবিয়ার যে পরিণাম হল তাও আপনাদের সামনে রয়েছে। লিবিয়ায় গাদ্দাফি সরকারে পতন ঘটিয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু এখন গণতন্ত্র কোথায়? প্রত্যেক গোষ্ঠী নিজের গণতন্ত্র তৈরী করে ফেলেছে। পূর্বে যে শান্তি ছিল তাও ধ্বংস হল আর গণতন্ত্রও প্রতিষ্ঠিত হল না।

এই ধরণের পরিস্থিতি অন্যান্য আরব দেশসমূহেও রয়েছে। এখন ইউরোপের লোকেরা বলছে, আরব দেশসমূহের অস্থিরতাপূর্ণ পরিবেশ এবং সেখানকার চরমপন্থী সংগঠনগুলি নিয়ে তাদের মনে শঙ্কা দেখা দিয়েছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এখন আমি জানি না যে জার্মানীর পরিস্থিতি কেমন? কিন্তু যুক্তরাজ্যের অবস্থা সম্পর্কে আমি অবগত আছি। সেখান থেকে যারা মৌলবাদে দীক্ষিত হয়ে আইসিসের নামে এই সব দেশে যাচ্ছে, তারা হল সেই সব মানুষ যারা কাজ বা কোনও চাকুরী না পেয়ে হতাশ হয়ে পড়েছে। বলা হচ্ছে যে, যুক্তরাজ্যের আর্থিক পরিস্থিতি ভাল এবং বেকারত্বের হার কম। কিন্তু বাস্তবে যুবকরা কম চাকরী পাচ্ছে। আর তুলনায় প্রবীণরা বেশি সুযোগসুবিধা লাভ করছে। যুবক শ্রেণী এবং স্থানীয় মানুষদের ধারণা, সরকার অভিবাসী এবং প্রবীণদেরকে বেশি সুযোগ সুবিধা দিচ্ছে আর তাদেরকে কম দিচ্ছে। কিন্তু যুক্তরাজ্যে তো কেবল এশিয়া থেকে আসা অভিবাসীরাই নেই, বরং পূর্ব ইউরোপীয় দেশসমূহ থেকে আসা অভিবাসীদের নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এরা বিরাট সংখ্যায় এখানে আশ্রয় নিচ্ছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমি তো ইউরোপীয়ানদেরকে আগে থেকে বলছি যে, অভিবাসীদেরকে সামলানোর জন্য তাদেরকে কোনও ভূমিকা পালন করতে হবে। যারা আইসিসের দিকে যাচ্ছে তারা হতাশার কারণে যাচ্ছে। এরপর যখন এরা পাশ্চাত্যের দেশসমূহকে দেখে যে, তাদের দেশের যুবক সেখানে গিয়ে যুদ্ধ করছে, তখন তারা এই আশঙ্কায় গ্রস্ত হয় যে, এখন এরা তাদের দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এরপর একথাও বলা হয়েছে যে, জার্মানীতে যে সমস্ত এলাকায় মুসলমান সংখ্যায় বেশি আছে, সেখানে জাতীয়তাবাদি দলগুলি বেশি ভোট পায় না। এই নীতির ফলে ক্ষতি হবে এবং অভিবাসীদের বিরুদ্ধে স্থানীয়দের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এমন পরিস্থিতিতে এই দোয়াই করতে হবে যে, বামপন্থীরা এগিয়ে এসে পরিস্থিতির উন্নতি ঘটাক।

একথা শুনে ডক্টর গাইসি বলেন, আমি আশা করি, হুযুরের দোয়া কবুল হবে আর আমরা উপরে উঠে আসব।

যুক্তরাষ্ট্র অনেক বিষয়ে ভুল নীতির অনুসরণ করছে। তারা কিছু সংগঠনকে সঙ্গে নিয়ে নিজেদের সম্মিলিত শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে থাকে। তারা এটি দেখে না যে যাদেরকে সঙ্গে নিয়েছে, কাল তারা তাদের সঙ্গে কিরূপ আচরণ করবে?

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমেরিকা রাশিয়ার বিরুদ্ধে আল কায়েদাকে সাহায্য করেছিল। এখন সেই আল কায়েদাই আমেরিকার বিরুদ্ধে।

এখন তো সর্বত্রই পরিস্থিতি আরও সঙ্গীন হয়ে চলেছে। লিবিয়া, সোমালিয়া, ইরাক, সিরিয়া, ইয়েমেন, ইউক্রেন- সর্বত্রই বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা, কোথাও শান্তি নেই। সর্বত্র ধ্বংস যজ্ঞ চলছে। প্রশ্ন হল, আমরা কিভাবে এই পরিস্থিতিতে বেরিয়ে আসব আর কিভাবে এই দেশগুলিতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করা যায়? আমার কাছে এই প্রশ্নগুলির কোন উত্তর নেই।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আপনার কাছে এর উত্তর আছে।

## মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

তোমরা কুরআন শরীফকে বিশেষ মনোনিবেশ সহকারে পাঠ কর এবং ইহার সাথে সহিত গভীর ভালবাসার সম্পর্ক স্থাপন কর; এরূপ ভালবাসা যাহা অন্য কাহারও সাথে তোমরা কর নাই **( কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ২১)**

দোয়াপ্রার্থী: **Qazi Badruddin Sb. (Neogirhat, West Bengal)**

## মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

তোমাদিগকে আমি সত্য সত্যই বলিতেছি যে, যে ধর্মগ্রন্থ তোমাদিগেক দান করা হইয়াছে তাহা যদি খৃষ্টানদিগকে দেওয়া হইত, তাহা হইলে তাহারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইত না। **( কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ২১)**

দোয়াপ্রার্থী: **Sk. Zakir Hossain Sb, District Amir, Bankura**

আমি গতবছর বলেছিলাম আর এবছরও নিজের ভাষণে এবং অনুষ্ঠানাদিতে বলেছি যে, আইসিস-কে সাপ্লাই দেওয়া বন্ধ করে দাও। তাদের সাপ্লাই লাইন কেটে দাও। তাদের সমস্ত অস্ত্র কোথা দিয়ে যাচ্ছে। তাদের তেল অন্য দেশে কোন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে? তারা কিভাবে বিপুল পরিমাণ অর্থ লাভ করছে?

নিরাপত্তা পরিষদ এই মর্মে একটি রেজিল্যুশনও করেছিল যে, তাদের সাপ্লাই লাইন কেটে দেওয়া হোক, কিন্তু তা বাস্তবায়িত হয় নি।

ইরানের উপর নিষেধাজ্ঞা চাপানো যেতে পারে, তবে এদের উপর কেন চাপানো যেতে পারে না?

এর উত্তরে ভদ্রলোক বলেন: একদম ঠিক কথা, রাশিয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা চাপানো যেতে পারে, কিন্তু এই সমস্ত সংগঠনগুলির উপর নিষেধাজ্ঞা চাপানো হয় না।

ফিলিস্তিন প্রসঙ্গে হুযুর আনোয়ার বলেন: এর সীমানা নির্ধারণ করা হয়েছিল এবং এই চুক্তি হয়েছিল যে, ইজরাইল আর এগিয়ে আসবে না। কিন্তু সেই চুক্তির বিরুদ্ধে এনক্রোচমেন্ট অব্যাহত আছে।

মিশর ইজরাইলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করল আর তার ফিলিস্তিন আজও তার ফল ভোগ করছে। এছাড়া হিজবুল্লাহ্ লেবাননে বেশি রয়েছে। তাদের পক্ষ থেকে ইজরাইলের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ গৃহীত হলে তার ফল ভোগ করে ফিলিস্তিন। এখন প্রশ্ন হল একে কি স্বীকার করব? সুইডেন একে স্বীকার করেছিল, যার ফলে গেল গেল রব উঠেছিল। এখন পরের পদক্ষেপ নিয়েছে স্পেন। এই সমস্যার একমাত্র সমাধান হল ফিলিস্তিনকে স্বাধীন দেশ তৈরী করা এবং দেশ হিসেবে তার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা।

হুযুর আনোয়ার বলেন: কিন্তু আলোচনার মাধ্যমে কেউই এই সমস্যার সমাধান করতে চায় না। আর আমাদের কণ্ঠ যতদূর পৌঁছতে পারে আমরা পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করি।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমাদের বাণী, আমাদের কণ্ঠ সর্বত্রই পৌঁছচ্ছে আর সর্বত্রই অনুভুত হচ্ছে যে, একসঙ্গে বসে আলোচনার মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত।

ভদ্রলোক প্রশ্ন করেন যে, আমরা কি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেকে রক্ষা পাব?

হুযুর আনোয়ার বলেন: মানুষ যখন মানুষের উপর অত্যাচার করে আর অপরের অধিকার আত্মসাৎ করা হয়, তখন খোদা নিজ রূদ্রমূর্তি ধারণ করেন। যখন খোদার আইন বলবৎ হয়, মানুষ ধ্বংস হয়ে যায়। প্রকৃতি কখনও ধ্বংস হয় না।

প্রতি বছর কয়েক কোটি মানুষ অনাহারে মারা যায়। অথচ আমাদের কাছে এতটা খাদ্য সম্ভার আছে যার দ্বারা এই বুভুক্ষদেরকে দুই বার খাদ্য সরবরাহ করতে পারি।

হুযুর আনোয়ার বলেন: লক্ষ লক্ষ মানুষের ক্ষুধা নিবরাণ না করে যদি সেই খাদ্য সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয়, তবে এমনটাই হওয়ার কথা। রাজনীতিকরা একথা উপলব্ধি করতে পারে না যে, যদি ক্ষুধা ও দারিদ্র নির্মূল না করা হয়, তবে এরাই তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে।

ভদ্রলোক বলেন: আমাদের জার্মানীর অবস্থা হল দরিদ্ররা সব থেকে কম সংখ্যায় ভোট দিতে যায়।

হুযুর আনোয়ার বলেন: ২০০৭ সাল পর্যন্ত এখানে আত্মহননের হার কম ছিল। এরপর তা বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। এর দ্বারা হতাশা এবং মানুষের অস্থিরতার চিত্রটি ফুটে ওঠে।

**৫ই জুন ২০১৫**

**মহিলা জলসাগাহ থেকে হুযুর আনোয়ারের ভাষণ**

তাশাহুদ, তাউয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: প্রারম্ভে এখানে যে আয়াতগুলি তিলাওয়াত করা হয়েছে, তার প্রথম আয়াতটিই আমাদের এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে যে, তোমরা যারা মোমেন বলে পরিচয় দাও, যারা নিজেদেরকে মোমেন কিম্বা মোমেনা হওয়ার দাবি কর, তোমরা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের আনুগত্য কর।

হে যারা ঈমান এনেছ! আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য কর আর তাঁর আদেশ শোনা সত্ত্বেও তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না।

তোমাদের কাছে এই আদেশাবলী পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুলের কথা তোমাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। আনুগত্যের শিক্ষা এবং ও আদেশ তোমাদেরকে কেন দেওয়া হচ্ছে? যাতে তোমরা নিজেদের এই অবস্থার পরিবর্তন করতে পার এবং এর ফলে তোমাদের মাঝে একতা সৃষ্টি হয়। আর ব্যক্তিগত পর্যায়েও আর সমষ্টিগতভাবেও তোমরা উন্নতি ও সমৃদ্ধি লাভকারী হও।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এটি আমাদের উপর আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ যে, তিনি নিজ আদেশাবলীকে কুরআন করীমের মাধ্যমে নাযেল করে সেগুলিকে সংরক্ষণ করেও রেখেছেন। আর তিনি একথাও বলেছেন যে, প্রত্যেক যুগেই এই আদেশাবলী প্রযোজ্য। অতঃপর এই যুগে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কে প্রেরণ করে এই আদেশাবলীকে স্পষ্ট করে আমাদের সামনে তুলে ধরার ব্যবস্থাও করেছেন। এবং খিলাফতে আহমদীয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত করে আমাদেরকে একদিকে যেমন আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের আদেশাবলী শিরোধার্য করার এবং এর আনুগত্য করার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন, তেমনি এও বলেছেন যে, এই আনুগত্যের কারণে তোমরা চিরকালের জন্য খিলাফত রূপী আশীর্বাদ লাভ করতে থাকবে। তোমাদের ঐক্য এবং শক্তিও বজায় থাকবে আর আল্লাহ্ তা'লার কৃপা অর্জনকারী হয়ে থাকবে। তাই কেউ যদি দাবি করে যে সে জামাতের সদস্য, জামাতের অন্তর্ভুক্ত, খিলাফতে আহমদীয়াতকে মান্য করে, হযরত মসীহ মওউদ (আ.)কে মসীহ ও মাহদী বলে বিশ্বাস করে, তবে আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের আদেশাবলীকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পালন করতে হবে। পরিপূর্ণ আনুগত্যের জন্য নিজেকে সঁপে দিতে হবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: কোনও আহমদী, যে আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের আদেশাবলী থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে বেরিয়ে আসে সে আহমদী হতেই পারে না। কিছু ভুলত্রুটি হয়ে যায়, অলসতা ও দুর্বলতা থেকে যায়, কিন্তু কেউ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে এই আদেশাবলী থেকে নিজেকে মুক্ত করে, তবে এর অর্থ হল সে নিজেকে জামাতের সেই ব্যবস্থাপনা থেকে বের করে নেওয়ার চেষ্টা করছে যা আল্লাহ্ তা'লা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এই জন্য হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তাঁর বয়াতের শর্তাবলীতে এই শর্তটিও রেখেছেন যেখানে বলা হয়েছে-

"সামাজিক কদাচার ও কুপ্রবৃত্তির দাসত্ব পরিহার করবে। কুরআনের অনুশাসন শতভাগ শিরোধার্য করবে এবং আল্লাহ্ ও রসূল (সা.)-এর নির্দেশনাবলীকে নিজ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কর্মপন্থা হিসেবে অবলম্বন করবে"।

অর্থাৎ একজন আহমদী কদাচার অবলম্বন করবে না। কুপ্রবৃত্তি, জগতের মোহ, লালসা, ফ্যাশন ইত্যাদির পিছনে ছুটবে না। অসৎ পথে চলবে না। আর কুরআন করীমের আদেশ শিরোধার্য করার চেষ্টা করবে। আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল যা কিছু বলেছেন, সেটিকে নীতি হিসেবে গ্রহণ করে তার উপর জীবন অতিবাহিত করার চেষ্টা করবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এটি হল সেই সব শর্তগুলির মধ্যে একটি শর্ত, যে শর্তে একজন আহমদী হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বয়আত করার দাবি করে থাকে। পুরুষ হোক বা নারী, এই শর্ত উভয়ের জন্য প্রযোজ্য। কেউ যদি কুপ্রথার অনুসরণ করে, সামাজিক কদাচারের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তবে তার বয়আতের কোনও স্বার্থকতা নেই। যদি জগতের মোহ এবং সমাজের প্রভাব তাকে ধর্মের আদেশ শিরোধার্য করা থেকে বিরত রাখে, তবে তার এই দুর্বলতা তার বয়আতকে স্বার্থক করে তুলতে বাধা দান করছে। কেউ যদি কুরআন করীমের আদেশাবলীকে পালনযোগ্য না মনে করে তবে সে সঠিক অর্থে বয়আত করে নি, আর সে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত বলেও গণ্য হতে পারে না। যদি আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর রসূলের আদেশ শিরোধার্য না করা হয়, তবে

**মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী**

তোমরা যদি চাও যে, আকাশে আল্লাহতালা তোমাদের উপর সন্তুষ্ট হন, তাহা হইলে তোমরা সহোদর দুই ভ্রাতার ন্যায় পরস্পর এক হইয়া যাও।

**(কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ২৫)**

দোয়াপ্রার্থী: Sabina Yasmin, Bilaspur (Chhattisgarh)

**মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী**

তোমাদের মধ্যে সে-ই অধিক মহৎ, যে আপন ভাইয়ের অপরাধ অধিক ক্ষমা করে এবং হতভাগ্য সে, যে হঠকারিতা করিয়া ক্ষমা করে না।

**(কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ২৫)**

দোয়াপ্রার্থী: Abdus Salam, Nararvita (Assam)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022 Vol. 6 Thursday, 21 Jan, 2021 Issue No.3

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.500/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

আহমদী হওয়ার দাবিও মিথ্যা হিসেবে গণ্য হবে। আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (সা.)-এর প্রতিটি আদেশ ও বাক্যকে যথাসাধ্য শিরোধার্য করার চেষ্টা করা এবং পরিপূর্ণ আনুগত্যের নামই হল আহমদীয়াত। আর যেমনটি আমি উল্লেখ করেছি, এটি আমাদের উপর আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ যে, তিনি আমাদেরকে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কে মান্য করার মাধ্যমে খিলাফত ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছেন, যার মাধ্যমে জামাতের প্রত্যেক সদস্যকে, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে বার বার আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। আর এভাবেই জামাতের ব্যবস্থাপনাও এই কাজের জন্য নিয়োজিত আর জামাতের ব্যবস্থাপনা অর্থাৎ যে সমস্ত পদাধিকারী নিযুক্ত আছে, তাদের এই কাজ করা উচিত আর অবশ্যই তা তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে। আমাদের মধ্য থেকে কেউ যদি এই কথাগুলির প্রতি মনোযোগ না দেয়, যা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আদেশের প্রতি মনোযোগ আকর্ষন করে, তবে পুরুষ হোক কিম্বা নারী, সে নিজের ঈমানকে নষ্ট করছে। সে জামাতের সমষ্টিগত শক্তির ক্ষতি সাধন করছে। সে নিজের কর্মপন্থা ও শিক্ষার মধ্যে সংঘাতের কারণে পৃথিবীর সামনে ইসলামের ত্রুটিপূর্ণ চিত্র তুলে ধরছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: অতএব, নারী পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেক আহমদীর কর্তব্য হল, আত্মসমীক্ষা করে দেখা যে আমরা কতটা 'আতিউল্লাহা ওয়া আতিউর রসূলা' -এর নির্দেশ শিরোধার্য করছি। ইসলাম সেই ধর্ম নয় যা এমন কোন আদেশ দেয় যার মধ্যে প্রজ্ঞা নেই বা এমন কোন আদেশ দেয় যার দ্বারা মানুষ বা মনুষ্য সমাজ উপকৃত হচ্ছে না। কিম্বা আল্লাহ্ তা'লা ও তাঁর রসূল (সা.) এমন কোন বিষয়ের প্রতি আনুগত্যের আদেশ দিচ্ছেন যা মানুষকে কেবল বেঁধে রাখতে চায়। আল্লাহ তা'লার আমাদেরকে বেঁধে (শৃঙ্খলাবদ্ধ) রাখার কোন প্রয়োজন নেই। বরং সেই আদেশগুলি আমাদেরই উপকারার্থে, এগুলি আমাদের জীবন সুসজ্জিত করবে এবং আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে সমৃদ্ধি দান করবে। আল্লাহ্ তা'লা এক স্থানে বলেন, যে সব মোমেনরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের ডাকে সাড়া দিয়ে বলে 'সামেয়ানা ও আতা'না' অর্থাৎ আমরা প্রশ্নহীনভাবে আনুগত্য করছি', আল্লাহ্ তা'লা বলেন, এরাই সেই লোক যারা সফলকাম হয়ে থাকে। আদেশ শোনামাত্রই যারা আনুগত্য করে, তারাই সফলতা পায়। তারা সুখ-সমৃদ্ধিও অর্জন করে, সফলতাও অর্জন করে। তারা সেই সব কল্যাণকর ও পুণ্যময় আকাঙ্খাগুলি অর্জনকারী হয় যেগুলির তারা বাসনা করে বা অর্জন করতে চায়। নিঃসন্দেহে একজন মোমেনের কামনা-বাসনা সব সময় পুণ্যময় হয়ে থাকে। তারা বৃথা বিষয়ের আকাঙ্খা করতে পারে না। আর তারা আনন্দ ও স্বচ্ছলতা অর্জনকারীও হয়ে থাকে। এরাই আবার সুখ-সমৃদ্ধিও অর্জন করে,যারা আনুগত্য করে। এদের অবস্থা উন্নত থেকে উন্নততর হতে থাকে। তারা আল্লাহ্ তা'লার নিরাপত্তা বলয়ে স্থান পায়। আর আল্লাহ্ তা'লার আদেশ শিরোধার্য করার কারণে চিরকাল তাদের সুখ ও স্বচ্ছলতার অবস্থা বজায় থাকে। এরপর আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহ্ কে ভয় করে, তাকওয়া অবলম্বন করে, তারা সফলকাম হয়, তারা বিজয়ী হয় এবং নিজেদের উদ্দেশ্যে সফল হয়। অতএব, সফলতা, বিজয় এবং আল্লাহ্র পুরস্কারের উত্তরাধিকারী তারাই হয় যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আদেশ শিরোধার্য করে এবং প্রত্যেক কথার প্রতি আনুগত্য করে। জামাতের সফলতা এবং উন্নতিও এর সঙ্গে সম্পৃক্ত। কেউ যখন বয়আত করে, সে পুরুষ হোক বা মহিলা, তখন সে অঙ্গীকার করে যে, 'আমি কেবল নিজের জাগতিক ও অস্থায়ী স্বার্থকেই সব কিছু মনে করি না, বরং ধর্ম আমার সমস্ত কিছুর উপর অগ্রগণ্য। আমি জামাতের ব্যবস্থাপনা এবং এর উন্নতির জন্য সচেষ্ট থাকব।

হুযুর আনোয়ার বলেন: অতএব একজন প্রকৃত আহমদীকে মনেপ্রাণে আল্লাহ্ তা'লা ও তাঁর রসূলের আদেশাবলীর প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক আর এরই মাঝে আমাদের জীবন ও অস্তিত্ব নিহিত। যদি এটিই না থাকে, তবে আমাদের জীবন শেষ হয়ে যাবে। এই জীবন দিন কয়েকের। এরপর ভয়াবহ পরিণামও দেখতে হতে পারে। আল্লাহ্ তা'লা সকলকে এর থেকে রক্ষা করুন। আল্লাহ্ তা'লা নিজের আদেশাবলী শিরোধার্য করার জন্য একদিকে যেমন এই পৃথিবীতে মানুষের জন্য কল্যাণের উপকরণ সৃষ্টি করেন, তেমনি পরকালেও যেন এর থেকে অনেকগুণ বেশি পুণ্য লাভের যোগ্য বানায়।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমি সেই সব মেয়েদেরকেও বলছি, যারা এখানে বেড়ে উঠেছে বা পাকিস্তান থেকে এখানে এসে মনে করে যে, এই সমাজে মেয়েদেরকে অনেক বেশি অধিকার দেওয়া হয়েছে আর এখানে স্বাধীনতা আছে আর এই স্বাধীনতার কারণে এই সব জাতির উন্নতি হয়েছে, তাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, তারা যে জাগতিক উন্নতি ও সমৃদ্ধি লাভ করেছে, তার পেছনে রয়েছে তাদের পরিশ্রম ও জাগতিক শিক্ষা। ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার ঘর তাদের একেরবারেই শূন্য। খোদা আছেন বা নেই, তা নিয়ে তাদের কোন মাথা ব্যাথা নেই। কিন্তু একজন মোমেন কিম্বা মোমেনা, যে কিনা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর জামাতে ধর্মের উদ্দেশ্যে সামিল হয়েছে, সে যদি নিজের ইহকাল ও পরকাল গুছিয়ে নেওয়ার জন্য জামাতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, তবে তার স্মরণ রাখা উচিত যে, ধর্ম হল খোদা তা'লা এবং রসূলের আদেশ শিরোধার্য করার নাম। আপনারা যদি খোদা তা'লার আদেশ শিরোধার্য করার পর পরিশ্রম করেন, জ্ঞান অর্জন করেন, তবে এই জিনিসগুলি তো অবশ্যই লাভ করবেন, কিন্তু সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা থেকে বস্তুবাদিরা বঞ্চিত আর যা মানবজীবনের পরম উদ্দেশ্য, সেই উদ্দেশ্যও অর্জিত হবে। আর সেই উদ্দেশ্য হল খোদা তা'লার সন্তুষ্টি এবং নিজেদের পরকাল গুছিয়ে নেওয়া। আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর সঙ্গে তাঁর মান্যকারীদেরকে জ্ঞান ও মারেফাতে উন্নতি দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। অতএব এই জাগতিক ও আধ্যাত্মিক সম্পদ তারাই লাভ করবে, কিন্তু যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আদেশকে শিরোধার্য করবে, তারা তাঁর কৃপা অর্জনকারীও হবে। আমরা যখন হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বয়আত এর দাবি করেছি, তখন আমাদের সমস্ত কাজ আশিসময় হবে, যখন আমরা এই জাগতিক স্বাধীনতার পথে না চলে ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দানকারী হব। আর যখন এমনটি হবে, তখন এই পৃথিবী আমাদের দাসীতে পরিণত হবে। বিশ্ববাসী আপনাদের পিছনে চলবে, আপনাদের কাছ থেকে হিদায়াত লাভ করবে। যারা ঐশী প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাসী নয়, তারা মনে করতেই পারে যে, এত ছোট একটি জামাত কিভাবে পৃথিবীকে নেতৃত্ব দিতে পারে? কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, এর লক্ষণ প্রকাশ পেতে শুরু করেছে। জার্মানীতেই আপনারা দেখুন, আজ থেকে কুড়ি বছর পূর্বে এখানে জামাতের যে পরিচিতি ছিল, তার থেকে তা দশ-কুড়ি গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে আমাদের কথার এখন যেমন গুরুত্ব ও প্রভাব রয়েছে, পূর্বে তা অকল্পনীয় ছিল। অতএব

এরপর ২ এর পাতায়....

## মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

যে ব্যক্তি কুরআন শরীফের শত শত আদেশের মধ্যে একটি ছোট্ট আদেশকেও লংঘন করে, সে নিজ হস্তে নিজের মুক্তির দ্বার রুদ্ধ করে।

**(কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ২৫)**

দোয়াপ্রার্থী: **Begum Aseya Khatun, Harhari (Murshidabad)**

## মহানবী (সা.)-এর বাণী

**আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে এবং তা হৃদয়াঙ্গম করে সে ধনী, তার কোনও প্রকার দারিদ্রের আশঙ্কা নেই।**

**(সুনান সঈদ বিন মনসুর)**

দোয়াপ্রার্থী: **Golam Mustafa and family, Berhampore, Dist-Murshidabad**

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir